মর্ম্মগাথা

ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

মর্ম্মগাথা

ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—
মন্দিরা, বেলাবাগান
বৈদ্যনাথ—দেওঘর

মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
মন্দিরা, বেলাবাগান
বৈদ্যনাথ—দেওঘর

মুদ্রাকর—শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
বেণী প্রেস
২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

———

মর্ম্ম গাথা

ভৈরব ১

কে তুমি শ্মশানে যোগিবর !

তুষার ধবলকায় ভস্ম আবরণ তায়,

কটিতটে তব বাঘাম্বর।

শিরেতে জটার ভার অর্দ্ধেন্দু ভালেতে

পিনাক ডম্বরু শোভে উভয় করেতে,

ছাড়িয়া কৈলাস ঘর আসিলে কি মহেশ্বর !

শ্মশান ভ্রমণে কেন হয়েছো তৎপর ?

বিশ্বের ঈশ্বর তুমি কুবের ভাণ্ডারী,

কিসের অভাব তব আছে ত্রিপুরারি ?

ভিখারীর বেশে কেন ভ্রমিছ শ্মশানে হেন ?

বুঝিতে পারিনা তব এ লীলা শঙ্কর ॥

যোগিয়া ২

কে তুমি মায়াবী আঁকো বিশ্বছবি

নিরজনে বসি আপন ইচ্ছায় ?

কতই বিচিত্র নামরূপে ভরা

কতই আলোয় কতই ছায়ায়।

ধরাতে রেখেছ জীবজন্তু কত বন উপবন সাগর পর্ব্বত,

নগর প্রান্তর তটিনী নির্ঝর

নদ-নদী কত শোভিছে সেথায়।

নিশিতে চাহিলে আকাশের পানে বিস্ময়ে হৃদয় ভরিয়া যায়,
অসংখ্য তারকা শোভিছে সেথায়।
বিভূষিত সবে আলোক সজ্জায়
কত আর আছে দৃষ্টির বাহিরে
কল্পনা করিতে কেবা তাহা পারে ?
কি বিরাট ছবি আঁকিতেছ কবি !
নাহি জানি কোন মোহিনী মায়ায়॥

ললিত ৩

(প্রভু) তোমারি আনন্দে ভরি রয়েছে ভুবন।
আকাশেতে নাচে তাই গ্রহ তারাগণ॥
তোমারি আনন্দে ধরা হইয়াছে মনোহরা,
তোমারি আনন্দে প্রিয় আত্মীয় স্বজন।
তোমারে ছাড়িয়া প্রভু আনন্দ কোথায় ?
সকল আনন্দ আছে নিহিত তোমায়।
সর্ব্বভূতে তুমি থাক আনন্দে ভরিয়া রাখ,
মাঝে মাঝে পাই তার মধু আস্বাদন।
তোমারি আনন্দে ফোটে কুসুম কাননে,
তোমারি আনন্দ বাজে পাখী কলতানে।
যদি গো তোমারে ধরি হৃদয়ে রাখিতে পারি,
আনন্দ সাগরে মোরা থাকিব মগন॥

টোড়ী ৪

জগৎ জননী জগৎ পালিনী জগৎ তারিণী তুমি মা তারা !
সুখদা বরদা তুমি মা মোক্ষদা বিশ্বের অতীত পরাৎপরা ॥
আদি অন্তহীনা তুমি পুরাতনী
ত্রিগুণ অতীতা ত্রিগুণ ধারিণী,
একা অদ্বিতীয়া অনন্তরূপিণী তব মহিমায় জগৎ ভরা।
অচিন্ত্যা অব্যক্তা তুমি ভাবাতীতা তোমার স্বরূপ জানা নাহি যায়,
তুমি কৃপা করে দেখা দাও যারে সে শুধু তোমারে দেখিতে পায়।
নাহিবা জানিনু স্বরূপ তোমার
জেনেছি নিশ্চয় তুমি মা আমার
মা বলে ডাকিলে নেবে মোরে কোলে কিসের লাগিয়া ভাবনা করা

রামকেলি ৫

কি তুমি শুনালে প্রভাতে আমার কানে ?
কি সুর উঠিল বাজি বিহগের কলতানে।
সে নয় পাখীর গান সে যে তব আহ্বান,
জাগরণ এনে দিল আমার ঘুমন্ত প্রাণে।
কি এক দুঃখ স্বপন মোর মন ঘিরে ছিল,
তাহারি প্রভাবে প্রাণে অবসাদ এসেছিল।
শুনি তব আহ্বান তার হোল অবসান,
কৃতজ্ঞ নয়নে তাই চাহিনু তোমার পানে ॥

গুণকেলি ৬

হেরিতে তোমারে হরি সাধ হয় মনে।
কিন্তু এ বাসনা মোর পূরিবে কেমনে ?
নহি আমি শ্রীরাধিকা মহাভাবময়ী,
শ্রীনন্দ যশোদা সম স্নেহ মোর কই ?
রাখাল বালক সম ভালবাসা নাহি মম,
এ সবার কাছে ছিলে প্রেমের বন্ধনে।
শুষ্ক হৃদয় মন ভক্তি রস নাই,
কামনা বিহীন প্রেম কেমনেতে পাই ?
কিন্তু তব করুণায় সকলি সম্ভব হয়,
হয়তো তোমার দেখা মিলিবে জীবনে॥

জৌনপুরী ৭

প্রভাত আলোকে কে বুঝি আসিল ?
ধরার হৃদয় পুলকে নাচিল।
কুসুম ফুটিল অলি গুঞ্জরিল,
মনের সুখেতে পাখারা গাহিল।
জানিনা সে জন কত মধু ভরা,
তাহারে হেরিয়া সবে আত্মহারা।
চিনিনা তাহায় তাই বুঝি হায়,
মোর আঁখি পথে ধরা নাহি দিল॥

আশোয়ারী ৮

বাজিয়া উঠিল বাঁশী হৃদয় নিকুঞ্জ বনে।
নাচিয়া উঠিল প্রাণ পুলকের শিহরণে॥
জানিনা কেবা আসিল বাঁশীতে তান তুলিল
কতই অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল মনে।
বেজেছিল এই বাঁশী সেথা কত দিন আগে,
কতই সোহাগে আর কত প্রীতি অনুরাগে।
হৃদয় নিকুঞ্জে মম ফিরিল কি প্রিয়তম
পাব কি দেখিতে তারে আবার মোর নয়নে॥

গান্ধারী ৯

যদি কোন দিন তোমার আসন হৃদয়ে না রাখি পাতি,
তাই বলে তুমি থেকোনা দূরেতে ওগো পুরাতন সাথী।
যদি কোন ক্রমে তোমারে ভুলিয়া
আর কারে আনি ঘরেতে ডাকিয়া,
তথাপি যেওনা দূরেতে সরিয়া কাছে থেকো দিবারাতি।
তুমি যে আমার হৃদয়ে আনন্দ নয়নে সুখের আলো,
তোমারে নিকটে সদা চাই। আমি বাসি যে তোমারে ভালো।
দোষ ত্রুটি মোর সকলি ক্ষমিয়া
থাকো সদা কাছে যেওনা সরিয়া,
তোমারে হেরিয়া নয়ন ভরিয়া আনন্দে থাকিব মাতি॥

ভৈরবী ১০

প্রণমি চরণে তব ভৈরবী ভৈরব জায়া !
নিখিল বিরাট বিশ্ব তোমার বিচিত্র মায়া।
তুমি বিদ্যা স্বরূপিনী পুনঃ অবিদ্যারূপিণী,
এক পায় সত্যালোক অপরেতে মিথ্যা ছায়া।
যে ভক্ত যেরূপ চায় তাহারে সেরূপ দাও,
কারে দাও মুক্তি পদ কারে ভোগে ভোলাও।
তুমি নিত্যা সনাতনী, ব্রহ্মময়ী পুরাতনী,
চিদ্ঘন স্বরূপ তব আনন্দময়ী অভয়া॥

কালাংড়া ১১

প্রভাতে বসি তরু শাখায় পাখী গান গায়।
মধুর কণ্ঠে বন্দনা করি কাহারে শুনায় ?
কাহার মৃদু পদ পরশে কাননে কুসুম ফোটে হরষে,
শিহরণ লাগে পুলকের বিটপী লতায়।
ভ্রমরা গান শোনায় তারে মধুর গুঞ্জরণে,
চামর বুলায় তাহার গায় মলয় সমীরণে।
কে তুমি আজি আসিয়াছ হেথা জানিনা তুমি কোন দেবতা,
উদ্দেশে শুধু প্রণাম করি আমি তোমার পায়॥

দেশকার ১২

পরম দয়াল হরি মঙ্গলময় !
অগতির গতি তুমি জেনেছি নিশ্চয়।
ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ চাহি প্রভু পরিত্রাণ,
তুমি এক মাত্র ত্রাতা অভয় আশ্রয়।
দীননাথ দীনবন্ধু ভকত বৎসল,
তোমার করুণা শুধু আমার সম্বল।
তোমর চরণে তাই প্রভু এই ভিক্ষা চাই,
স্মরণে রাখিও মোরে সকল সময়॥

বিভাস ১৩

এসেছি তোমার মন্দিরে আজি ফুল দিতে রাঙ্গা পায়।
মনের মাঝেতে বাসনা আছে পূজিতে প্রভু তোমায়।
উচ্চনীচে হেথা নাহি ব্যবধান
তোমার নিকটে সকলি সমান,
ভক্তি লয়ে প্রাণে পূজিতে আসিলে ফিরাওনা তুমি তায়।
জানিনা আমার প্রাণের মাঝে ভক্তি আছে কিনা আছে ;
শুধু জানি মোর হৃদয় কেবল তোমার সঙ্গ যাচে।
কোনরূপ চিন্তা মনে না করিয়া
প্রাণের আবেগে এসেছি ছুটিয়া
এখন সকলি নির্ভর করে প্রভু তব করুণায়॥

আলাহিয়া ১৪

কে তুমি ভীষণা নারী নাচিছ রণ মাঝেতে ?
জলদ বরণ তনু করাল কৃপাণ হাতে।
কপালে শোভিছে শশী চতুর্ভুজা মুক্তকেশী,
মুণ্ডমালা গলে দোলে অট্ট হাসি অধরেতে।
সম্বর সম্বর রোষ আর নাচিওনা ভীমা,
অরাতি নিহত সবে রণে এবে দাও ক্ষমা।
ভীষণতা পরিহর প্রশান্ত মূরতি ধর,
মা হয়ে দাঁড়াও পুনঃ মাতৃহীন এ জগতে॥

দেবগিরি ১৫

মোর গোপন মনের বনেতে কে তুমি এসেছো উদাসী ?
অরুণ বরণ কলেবর তব অধরে মধুর হাসি।
তব দেহ কান্তি ছটায় বনের আঁধার দূরে সরে যায়,
উঠিতেছে ফুটিয়া সেথায় প্রীতিভরা কুসুমরাশি।
প্রণতি জানাই তব পায় বস মোর হৃদি কমলে,
পরিচয় দিবে কি আমায় কেবা তুমি কেন আসিলে ?
খুঁজিয়াছি যাঁহারে আমি সেকি তুমি অন্তরযামী,
লগন কি আসিল স্বামী দেখা দিলে তাই অন্তরে আসি॥

বেলাওল ১৬

অপ্রাকৃত রূপ তব দেব নারায়ণ !
নব জলধর শ্যাম নয়ন রঞ্জন।
শিরে শোভে শিখি চূড়া কটিতটে পীতধড়া,
অধরে মধুর হাসি পঙ্কজ নয়ন।
করেতে শোভিছে বাঁশী বনমালা গলে,
নূপুর মধুর বাজে চরণ যুগলে।
গোপ গোপীগণ সনে লীলা কর বৃন্দাবনে,
সকলি মধুর তব মদনমোহন।
অপ্রকট লীলা তব উর্দ্ধেতে গোলকে,
করিছ প্রকট লীলা গোকূলে ভূলোকে।
তোমার পার্শদগণ সাথে থাকি অনুক্ষণ,
সতত রয়েছে তারা সেবা পরায়ণ ॥

ভাটিয়ার ১৭

কোথা আছ দয়াময় প্রভু নারায়ণ !
এ দীন অধমে কর কৃপা বিতরণ।
তোমারে ভুলিয়া নাথ কত ব্যথা পাই,
দুঃখের অনল প্রাণে জ্বলিছে সদাই।
বরষি করুণা বারি দাও তারে শান্ত করি,
ঘুচাইয়া দাও প্রভু প্রাণের রোদন।
পরম দয়াল তুমি পতিতপাবন,
আর্ত্তজনের বন্ধু দীনের শরণ।
প্রভু তব করুণায় দুঃখ দৈন্য দূরে যায়।
আনন্দ রসেতে চিত্ত থাকে নিমগন ॥

গৌড় সারঙ্গ ১৮

পথ ধরি গান গেয়ে কেবা চলে যায় ?
করুণ সুরেতে আজ প্রভাত বেলায়।
বলে আর ঘুমায়োনা বৃথাকাল কাটায়োনা,
জীবনের কতটুকু বাকি আছে হায়।
মিথ্যার কুটিল পথে শুধু চলা হল,
সত্যের সরল পথ দূরে রহে গেল।
যাঁহার কৃপাতে হয় অন্তরেতে জ্ঞানোদয়,
কাতর হৃদয়ে কেন নাহি ডাক তায়॥

বৃন্দাবনী সারঙ্গ ১৯

নন্দলাল ব্রজ দুলাল নটবরগিরিধারী !
বৃন্দাবনে কুঞ্জ গলিতে বাজাও মোহন বাঁশরী।
গোলক হইতে ভূলোকে আসিয়া অপ্রকট লীলা প্রকট করিয়া
বসাও সেথা আনন্দের মেলা রসিক রাসবিহারী।
পার্শ্দগণ সকলে আসিয়া সে লীলায় যোগ দেয়,
চির সাথী তারা তোমারে ছাড়িয়া কেমনে দূরেতে রয় ?
যোগমায়া কিন্তু নিজ মহিমায় তাদের আপন স্বরূপ ভুলায়,
মানবের মত করে তারা খেলা তব সাথে লীলাধারী॥

শুদ্ধ সারঙ্গ২০

কবে যাত্রা করিব প্রভু চরণ তব স্মরি ?
মঙ্গলপ্রদ শুভ সাধন পথ ধরি !
বাসনার বোঝা দূরেতে ফেলিয়া
বৈরাগ্য কবচ ধারণ করিয়া,
চলিয়া যাব পথ অতিক্রম করি।
চলিতে পথেতে কভু থামিব না,
পিছন দিকেতে ফিরে তাকাবোনা।
তোমার ধ্যানেতে মগন থাকিয়া,
বাকি পথ যাবে সহজে কাটিয়া,
উঠিবে মোর প্রাণ আনন্দেতে ভরি॥

ভজন ২১

নব জলধর শ্যাম কলেবর প্রেমের মূরতি হরি !
ভুবন মোহন নয়ন রঞ্জন অপরূপ রূপ মাধুরী।
শিরেতে মুকুট তায় শিখি পাখা চন্দন তিলক কপালেতে আঁকা,
নয়ন যুগল প্রফুল্ল কমল কটাক্ষেতে মন করে চুরি !
কর্ণেতে কুণ্ডল মকরাকৃতি অধরে মধুর হাসি,
কম্বু কণ্ঠেতে বনমালা দোলে করেতে মোহন বাঁশী।
কটিদেশে শোভে পীত অম্বর চরণে নূপুর বাজে মনোহর ;
এরূপ মাধুরী নয়নেতে হেরি প্রাণ মন ধন্য করি॥

রামপ্রসাদী ২২

মা কেন দূরে রহিলি ?
আমি যে অবোধ ছেলে সে কথা কি ভুলে গেলি ?
সত্য মিথ্যা নাহি জানা আসল নকল চিনিনা,
মনে যা লেগেছে ভাল তাই নিয়েছি যত্নে তুলি।
এখন দেখি ভুল করেছি সুধা ভেবে বিষ খেয়েছি,
পিতলকে ভাবিয়া সোনা আদরে কণ্ঠে ধরেছি।
ভুলের ঘরে সদা থাকি দুঃখকে এনেছি ডাকি,
প্রাণভরা বেদনাতে হাহাকার করি কেবলি।
কৃপা করে আসি কাছে নেমা মোরে কোলে তুলি,
সংসার মোহের পাকে রাখিস না আমারে ফেলি।
তোর কোলে বসে থাকি স্নেহ ভরা মুখ নিরখি,
ভাসিব আনন্দ নীরে মিথ্যা মায়া যাব ভুলি ॥

কীর্ত্তন ২৩

(প্রভু) সংসার খেলায় ভুলিয়া তোমায় ভাসিতেছি আঁখি নীরে
যত দিন যায় খেলা না ফুরায় ব্যথায় হৃদয় ভরে।
(আমি জানিনা কি মায়া ডোরে
বাঁধিয়া রেখেছে মোরে
খেলাতে রেখেছ ধরে)
আমি যত ভাবি দূরেতে থাকিব খেলিবনা কভু আর।
এ সঙ্কল্প মোর ক্ষণেকের তরে খেলিতে নামি আবার।

(যত নয়ন জলে ভাসি
খেলিতে আমি তত আসি
খেলিতে আসি আবার)
তুমি করুণা করিয়া নিকটে আসিয়া দেখা দাও প্রভু মোরে,
তোমারে হেরিলে এ মোহিনী মায়া দূরে যাবে চির তরে।
কহে গোবিন্দ ওহে অরবিন্দ থাকো সদা মোর কাছে,
তোমার কৃপায় দুঃখ দৈন্য ভয় সকলি যাইবে ঘুচে।
(আমি নয়ন ভরি তোমারে
হেরি দুঃখ জ্বালা যাব পাসরি)
তখন খেলার বাসনা আর থাকিবে না ঘুচে যাবে একেবারে।
আর নয়ন ভরি তোমারে হেরি ভাসিব প্রীতি সায়রে॥

——

মুলতান ২৪

দেখ সন্ধ্যার আগমনে,
অস্ত অচলে বসেছেন রবি কনক সিংহাসনে।
বহিতেছে ধীরে পরিশ্রান্ত বায়
পাখীরা সকলে ফিরেছে কুলায়,
কার্য্য সমাপনে আসিছে সকলে আপন আপন ভবনে।
এমন সময় হতেছে উদয় চিন্তা মনের মাঝে,
কিসের লাগিয়া রয়েছি ব্যস্ত আমরা মিথ্যা কাজে।
কি উদ্দেশ্য লয়ে আসিয়াছি মোরা
কতটুকু তার হইয়াছে সারা,
এখনো রয়েছে কতখানি বাকি তাহার সম্যক সাধনে॥

——

ভীম পলশ্রী ২৫

বুঝি দেখিতে পার না আমারে ?
তাই রাখিয়াছ মোরে দূরে সরাইয়া সংসার কারাগারে।
কত দিন আমি রয়েছি হেথায় কয়েদির মত দিন কেটে যায়,
বাহিরে যাবার নাহি যে উপায় প্রাচীর চারিধারে।
যেখানে রয়েছি সেথা নাহি আলো কেবল অন্ধকার,
চলিতে ফিরিতে কতই আঘাত লাগিতেছে বারবার।
দেবেনা আলোক রেখেছো আঁধারে
মায়াতে রেখেছ চারি দিক ঘিরে,
শুধু করিতেছি আসা আর যাওয়া কতবার এ আঁধারে।
কতদিনে তব করুণা হবে খুলে দিবে কারাদ্বার,
জ্ঞানের প্রদীপ দিবে জ্বালাইয়া ঘুচিবে মোহ আঁধার।
মায়া আবরণ যাইবে সরিয়া
নিশ্চিন্ত মনেতে বাহিরে আসিয়া,
নয়ন ভরিয়া তোমারে হেরিয়া ভাসিব প্রীতি পাথারে ॥

পটদীপ ২৬

সন্ধ্যা নামিয়া আসিছে ধীরে,
পূজারিণী দীপ জ্বালো দেব মন্দিরে।
বারেক নয়ন ভরি তাহার মূরতি হেরি
ফিরিয়া যাইব আপন ঘরে।
যাহার দেখার তরে এসেছি হেথা,
বারেক দেখাও মোদের সেই দেবতা।

তুমি ভক্তিস্বরূপিণী দেবতার পূজারিণী,
তব করুণায় মোরা হেরিব তারে ॥

পূরবী ২৭

আমি আসিব না ফিরে আর।
এবার আমি করে দিব শেষ আসা যাওয়া বার বার।
অজ্ঞান নিদ্রায় থাকিয়া মগন দেখিতেছি এই দুঃখ কুস্বপন,
আসিবে যবে জ্ঞান জাগরণ শেষ হবে এ সবার
আলোক ভাবিয়া আলেয়ার পিছু আর মিছে ছুটিব না,
জল অন্বেষণে মরীচিকা মাঝে আর বৃথা ঘুরিব না।
যাহা সার সত্য অমৃত অব্যয় তাহরি চিন্তায় কাটাব সময়,
যখন হইবে বিবেক উদয় ঘুচিবে মিথ্যা সংসার ॥

গৌরী ২৮

প্রভু থাকে না কেন স্মরণ ?
কত উপায়েতে করিছ সতত আমার হিত সাধন
আমি ভাবি মনে যাহা করিতেছি তার কর্ম্মফল আমি ভুগিতেছি,
সুখ দুঃখ আমি যত পাইতেছি কর্ম্মই মূল কারণ।
কিন্তু মোর কর্ম্মবশে উঠে কি আকাশে রবি শশী গ্রহ তারা ?
সমিরণ বয় বারিপাত হয় শস্যে ভরে বসুন্ধরা।
তোমার ইচ্ছায় এসকল হয় তুমি যে পরম মঙ্গলময়,
জীব সকলের কল্যাণের তরে কর এ বিশ্ব সৃজন।
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি হৃদয়েতে আসে প্রভু তব করুণায়,
তব কৃপা বশে জ্ঞানা লোক আসে মায়া মোহ দূরে যায়।

তোমার চরণে যে লভে শরণ শোক তাপ তার হয় বিমোচন,
তোমার স্বরূপ করিয়া দর্শন সার্থক করে জীবন ॥

মারোয়া ২৯

মন মাঝে হতেছে সদা যাহার কথা,
কেন সে পিতম মোর ফিরে এলনা হেথা ?
মন মোর কত ডাকে তবু সে দূরেতে থাকে,
বাজে নাকি মোর মত তার প্রাণে কোন ব্যথা।
বুঝিতে পারিনা তার কিরূপ কঠিন হিয়া,
নিশ্চিন্তে রয়েছে দূরে আমারে সদা ভুলিয়া।
জানিনা কোন লগনে কোন শুভ দিন ক্ষণে,
আবার আসিবে ফিরে আমার প্রিয় দেবতা ॥

পূরিয়া ৩০

সারাটি দিন কেটে গেল করি কত খেলা,
ফিরে যেতে হবে ঘরে এখন সন্ধ্যা বেলা।
ছিলাম যবে খেলায় রত নিকটে ছিল সঙ্গী কত,
এখন কিন্তু যাত্রার পথে দাঁড়ায়ে একেলা।
মনে মনে ভাবিতেছি কি করি উপায়,
কারে ডাকি কেবা হবে এ পথে সহায়।
কোথা আছ পতিতপাবন দীন বন্ধু অধম তারণ,
মরণ নদী কর পার আনি চরণ ভেলা ॥

ইমন ৩১

তোমারি রচিত প্রভু বিশ্বভুবন !
তুমি ছাড়া নাহি হেথা কেহ অন্যজন।
এক পরব্রহ্ম শিব হয়েছে অসংখ্য জীব,
কত নাম রূপ তুমি করছে ধারণ।
তোমার শক্তি সম্ভূত মহাভুতগণ,
বিশ্বের বিরাট দেহ করেছে গঠন।
তাহাতে রচিত ধরা রবি শশী গ্রহ তারা,
জীব দেহ আর স্থূল ইন্দ্রিয়গণ।
তব সূক্ষ্ম শক্তি হয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ,
সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সাথে আছে দেহে বিদ্যমান।
বসায়ে বিশ্বের মেলা করিতেছ তুমি খেলা,
আপনি আপন লীলা কর দরশন ॥

পিলু ৩২

বুঝি প্রিয় সখা এসেছে ফিরে।
বাঁশরী বাজিছে তাই কাননে দূরে ॥
তাই কি আকাশে শশী হাসিছে মধুর হাসি,
ফুটেছে কাননে ফুল পাখী গান করে।
সহিতেছি কত ব্যথা তার বিরহে,
কি অনল জ্বালা মোর অন্তর দহে।
আবার কি আসি সখা কুটীরেতে দিবে দেখা,
পাব কি দেখিতে তারে নয়ন ভরে ॥

সোহিনী ৩৩

এস প্রিয় মোর সাথে আজি এ নিশীথ রাতে।
শুনিব তোমার বাঁশী বসি নিরালাতে।
দিবসের কোলাহলে কতই বাঁশী শোনালে,
বাজে নাই মর্ম্মবীণা সে সুরের মায়াতে।
তাই ভাবিয়াছি মনে বসি দোঁহে নিরজনে,
তুমি বাজাইবে বাঁশী শুনিব অনন্যমনে।
দেখিব বাঁশীর সুরে প্রাণ কি পুলকে ভরে,
কতই উঠিবে তান মোর মর্ম্মবীণাতে।

শ্রী ৩৪

দেখিয়াছি তব অঙ্গরাগ শরতের মেঘমুক্ত প্রাতে।
লভিয়াছি সান্নিধ্য তোমার বসন্তের মধুময় রাতে।
কুসুমের সুবাসেতে তব পাইয়াছি অঙ্গের সৌরভ,
গগনেতে হেরি শশী হাসে প্রীতিভরা তব ইসারাতে।
সুশীতল পরশ তোমার আনিতেছে মলয় বায়,
পাখীরা মধুর কণ্ঠে সবে কলতানে তব সুরে গায়।
ধরা মাঝে যা আছে সুন্দর মনোরম আর মনোহর,
হইয়াছে রমণীয় তারা তবদেহ কান্তি সুষমাতে॥

বাগেশ্রী ৩৫

শ্বেত সরজোপরি বিন্যস্ত পদ সম্ভায়,
প্রণমামি হংসারূঢ়া স্বরস্বতী মা পদে তোমার।
নীলাম্বরে সুশোভিত রত্নালঙ্কারে ভূষিত,
তুষার ধবল তণু যেন খনি সুষমার।
বিবিধ রত্ন খচিত সূবর্ণ কিরীট শিরে,
স্নেহ ভরা মধু হাসি ঝরিছে তব অধরে।
এক হস্তে শোভে বীণা রাগ-রাগিণীতে লীনা,
অপর হস্তেতে বেদ লকল শাস্ত্রের সার।
নানা বিদ্যা লাভ হয় মাতঃ তব করুণায়,
যে ভক্ত যেমন যাচে সে ভক্ত তেমন পায়।
তুমি মা ছন্দ জননী এ্যক্ষরে ব্রহ্মাবাদিনী,
কৃপা করি দাও মোরে সত্য জ্ঞানে অধিকার॥

রাগেশ্বরী ৩৬

শোনাব তোমায় গান প্রভু নানা রাগিণীতে,
আমার মনের কথা পারিবে তায় জানিতে।
যদিও অন্তর যামী হৃদয়ে রয়েছ স্বামী,
জানিছ সকল ভাব যা আসে মোর মনেতে।
তবুও ছন্দের সুরে তোমাকে জানাতে চাই,
আমার প্রাণের ব্যথা তাহাতে সান্ত্বনা পাই।
মনে হয় মোর গানে তোমাকে নিকটে টানে,
আসিয়া অন্তর মাঝে বসিবে মোর প্রাণেতে॥

মালশ্রী ৩৭

অলস ভাবে থেকোনা বসি সদাই থাক কর্ম্মে রত।
বৃথা সময় কর না ক্ষয় আসে না সে ইচ্ছামত।
এসেছ হেথা কিসের তরে বারেক দেখ চিন্তা করে,
কতটা তার হল সাধন রয়েছে বাকি এখনও কত।
নিজের হিত যদি গো চাও পরের হিত সাধন কর,
সবার শুভ ইচ্ছায় করে আপন শুভ সদা নির্ভর।
সবার যাতে মঙ্গল হয় কর তাহা সকল সময়,
তাহ'লে হবে মনে উদয় নিত্য সত্য সুখ শাশ্বত॥

ধানেশ্রী ৩৮

যারে হারাবার নাহি সম্ভাবনা তাহারে কেন হারাই ?
সারা বিশ্ব জুড়ি যে জন রয়েছে তাহারে কেন না পাই ?
মায়াতে আবৃত রহিয়াছে আঁখি তাহার স্বরূপ তাই নাহি দে
জ্ঞানের আলোক সদা দূরে রাখি আঁধারে রয়েছি তাই।
এর চেয়ে আর কিবা দুঃখ আছে একি হায় বিড়ম্বনা,
সকলের চেয়ে আপনার জন রহিল মোর অজানা।
কতদিনে মোর দৃষ্টি খুলে যাবে নয়ন পথে সে আসি ধরা দিে
খুঁজিতে তাহারে আর নাহি হবে নিকটে রবে সদাই॥

কামোদ ৩৯

কণ্ঠে ধরিয়াছি স্থর গাহিতে তাহার গান।:
স্মরিলে তাহার কথা পুলকেতে ভরে প্রাণ।
গাহি সদা তার জয় মনে হয় স্থখোদয়,
দুঃখের রজনী যেন হয়ে যায় অবসান।
মনে হয় ভাসিতেছি কি মহা প্রীতির নীরে,
ফিরিয়া যাব না আর বিষাদ মলিন তীরে।
যাহার নামেতে শুধু রহিয়াছে এত মধু,
প্রেমের প্রসার তার না জানি কি স্থমহান॥

হাম্বীর ৪০

এসেছি তোমার দ্বারেতে প্রভু গান শোনাতে।
আমার প্রাণের কথা স্থরে স্থরে আছে গাঁথা,
পাইবে শুনিতে প্রভু মোর গানেতে।
আকাশ কুস্থম কত মোর মনে ফুটেছিল,
একে একে তারা সব অকালে ঝরিয়া গেল।
মিটিল না কত আশা রয়ে গেল কত তৃষা,
শুকাইল কত বারি প্রীতি সরেতে।
পাইবে শুনিতে মোর হৃদয়ের যত ব্যথা,
মোর যত ভুল ভ্রান্তি মোর যত বিফলতা।
শুনাতে তোমারে গান কেন চায় মোর প্রাণ,
পারিবে সহজে প্রভু তুমি বুঝিতে॥

কেদারা ৪১

হৃদয় কেমনে হবে যোগ্যস্থান বসিবার ?
যতনে পাতিব সেথা আসন প্রিয় দেবতার।
বাসনা ধূলি কণায় মলিন করেছে তায়,
মোহের তমসা আসি রেখেছে করি আঁধার
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি তারে আলোকিত করি,
বিশুদ্ধ করিতে হবে ঢালি সেথা শ্রদ্ধা বারি।
ভক্তির কুসুম দিয়া রাখিলে সাজাইয়া,
তবে বসিবেন সেথা প্রিয় দেবতা আমার॥

মালকোষ ৪২

ওহে সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী!
নিজ মহিমায় লুকায়ে রয়েছ কেমনে তোমায় চিনিতে পারি ?
এক অদ্বিতীয় কত রূপ ধরি রহিয়াছ তুমি সারা বিশ্ব ভরি,
অচিন্ত অপূর্ব্ব মহিমা তোমার বিস্মিত নয়নে শুধু নেহারি।
এক পাদে তব সারা বিশ্ব রয় তিন পাদ তব অমৃত অব্যয়,
স্বরূপ তোমার নহে জানিবার বুঝিয়াছি স্থির মনে বিচারি।
অজ নিত্য তুমি শাশ্বত পুরাণ সাম মন্ত্রে গায় তব জয়গান,
সর্ব্বশক্তিমান তুমি ভগবান অন্তর্য্যামী রূপে হৃদয়চারী॥

ভূপালী ৪৩

আজি মধুর বসন্ত সমীরণে,
পুলক জাগিল কাননে কাননে।
মৃদুল হিল্লোলে তরুলতা দোলে,
ফুটিল মৃদু হাসি কুসুম নয়নে।
কাহার পরশ মলয় আনিল,
ধরার প্রাণে তাই পরিতৃপ্ত হল।
যাহার পরশে এত প্রীতি আসে,
জানিনা কত মধুভরা তার প্রাণে।
সুদূর হতে শুধু পরশ পাঠায়,
পাবো নাকি দেখা তার কভু হায়?
শুধু চিরতরে থাকিবে কি দূরে,
ধরা কি দেবে না প্রেমের বন্ধনে॥

বাহার ৪৪

কাহার পরশ আজি লাগিল ধরায়?
কাননে কুসুম কলি চায় সবে মুখ তুলি,
তমাল শাখেতে বসি পিক গান গায়।
নীলাম্বরে বসি পূর্ণিমার শশী ছড়াইয়া তার জোছনার হাসি,
শুভ্র বসনেতে আজি ধরাকে সাজায়।
কেবা সে দরদী যার প্রীতি ধারা প্লাবিত করিতে চাহিতেছে ধরা,
ভালবাসে সে সবায় সবারে নিকটে চায়,
মলয়া পরশ আনি গায়েতে বুলায়॥

কাজরী ৪৫

এসেছি তোমার দ্বারে আজি এ আঁধার রাতে,
একেলা এসেছি প্রভু কেহ নাহি মোর সাথে।
করিয়া সুখের আশা বেঁধেছিনু কত বাসা,
সকলি ভাঙ্গিয়া গেছে হৃদয়ে শুধু নিরাশা।
কোথাও না পেয়ে ঠাঁই ছুটিয়া এসেছি তাই,
তোমার দুয়ারে প্রভু আশ্রয় পাব আশাতে।
জানি তুমি দয়াময় সবারে করুণা কর,
সবারে সমান দেখ কেহ নাহি আত্মপর।
কাতরে ডাকিলে পরে তুলে নাও নিজ ঘরে,
জাগাও তাহার প্রাণ আনন্দের সুপ্রভাতে॥

দুর্গা ৪৬

এস মা দুর্গা দুগতি হরা পরাশক্তি সনাতনী।
মা তোমার কৃপায় আসিবে ধরায় শান্তি অমৃত বর্ষিণী।
হিংসা দ্বেষ আদি রিপু সমুদয় তোমারে দেখিয়া দূরেতে পলায়.
সাম্য মৈত্রী করুণা দয়া তারা তব সহচারিণী।
জয় মাল্য দাও পরায়ে গলে তোমার ভক্ত সন্তানগণে,
তব পরাক্রমে তারা তেজীয়ান ডরে না কারেও বিশ্বভুবনে।
অহিংসা ধর্ম্মেতে হইয়া দীক্ষিত সকলের স:ন হইবে মিলিত,
প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবে সবায় সতত দিবস যামিনী॥

জিলা ৪৭

নয়ন মাঝে রয়েছ তুমি নয়নে নাহি দেখি,
সবার চেয়ে আপন তবু পর করিয়া রাখি।
তোমার সাথে মায়ার খেলা কেবল শুধু হারার পালা,
যতই ভাবি কাছে এসেছি ততই দূরে থাকি।
খুঁজে তোমায় যত বেড়াব ততই তোমায় হারাব ;
যখন হবে তোমার দয়া তোমার দেখা পাব।
মনের মাঝে ভাবিতেছি তাই তোমার কৃপা কিরূপে পাই,
সারা জীবন কেবল আমি কাঁদিব তোমায় ডাকি ॥

খাম্বাবতী ৪৮

আজি বসন্তে মধুভরা জোছনাতে
নাবিছে কেবল অশ্রু বাদল মোর দুটি আঁখি পাতে।
আমার নিঠুর পিয়া গিয়াছে দূরে চলিয়া,
তাহার বিরহ অতীব দুঃসহ প্রাণভরে বেদনাতে।
মনে হয় ডেকে আনি, ডাকিব কিন্তু কেমনে ?
জানিনা কোথায় কোন নিরালায় বসে আছে সঙ্গোপনে।
সাধ হয় ছুটে যাই যেথা তার দেখা পাই,
কিন্তু তার ঠিকানা মোর নাহি জানা কাঁদি বসি নিরাশাতে ॥

পরজ ৪৯

নয়ন আড়ালে আছ মনের আড়াল হবে না কি ?
বাহিরে হারায়ে তোমায় অন্তরে ধরিয়া রাখি।
মাঝে মাঝে তোমার সনে কথা কহি মনে মনে,
সে সুখে বঞ্চিত মোরে করিতে তুমি চাহ কি ?
অনিত্য খেলনা দিয়ে ভুলায়ে রাখিতে চাও,
আমারে ভুলায়ে রাখি অন্তরে কি সুখ পাও।
বুঝি না তোমার রীতি ওগো মম প্রিয় সাথী,
তোমারে হারায়ে আমি কিরূপে বাঁচিয়া থাকি ॥

মালগুঞ্জ ৫০

নবজলধর রূপ মনোহর
মদনমোহন শ্যাম নটবর।
মোর প্রাণ রাধা তব পদে বাঁধা,
দেখা দিয়া নাথ তার দুঃখ হর।
চায় সে তোমার চরণ পূজিতে,
চায় সে তোমায় সতত হেরিতে।
এসো গিরিধারী মুকুন্দ মুরারি,
হৃদিকমলে বস রসিক মধুকর ॥

তিলং ৫১

যদি বৃথায় দিবস কাটে তোমায় না স্মরি,
কি হবে উপায় মোর অন্তিমে শ্রীহরি।
বসায়ে মোহের মেলা করিতেছি শুধু খেলা,
বারেক তোমার চিন্তা মনে না করি।
কত দিনে মনে মোর হবে জ্ঞানোদয়,
তুমি একমাত্র গতি বুঝিব নিশ্চয়।
জপিয়া তোমার নাম মন মাঝে অবিরাম,
তোমার ধ্যানেতে মগ্ন থাকিব মুরারি॥

আড়ানা ৫২

আঁসিয়া আমার দ্বারে কে ডাকিছে বারে বারে ?
মন মাঝে হয়, বুঝি জানা নয়, পারিনা চিনিতে তাহারে।
কে তুমি এসেছ কিবা অভিপ্রায় বার বার কেন ডাকিছ আমায় ?
কোথা তব বাসা, কেন হেথা আসা, কি চাহ বলিতে আমারে ?
হাসি সে বলিল থাকি না দূরেতে রয়েছি সদা তব অন্তরেতে,
তুমি ভুলে আছ ঘুমায়ে রয়েছ জাগাইতে চাই তোমারে॥

কানাড়া ৫৩

বুঝিব কেমনে তব লীলা লীলাময় হরি ?
অনন্ত মহিমা তব অপূর্ব্ব সৃষ্টি চাতুরী।
তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ পর ব্রহ্ম ভগবান,
বিশ্বের সৃজন আর পালন ও লয়কারী।
গুণাতীত ভাবাতীত তুমি অচ্যুত অব্যয়,
সত্য জ্ঞান ভূমানন্দ অমৃত মঙ্গলময়।
ধার্ম্মিকে করি রক্ষণ কর ধর্ম্ম সংস্থাপন,
ঘুচাও ধরার ভার অসুরে নিধন করি।
কতই মধুর লীলা কর আসি বৃন্দাবনে,
শ্রীনন্দ যশোদা আর গোপ-গোপিকা সনে।
কত স্নেহ ভালবাসা কতই মিলন তৃষা,
নাহি ঐশ্বর্য্যের লেশ কেবল প্রেম মাধুরী॥

বিহাগ ৫৪

ফুটেছে কাননে ফুল পাখী গান গায়,
এস প্রিয় বস কাছে এ মধু নিশায়।
আকাশে শশী সভায় তারকারা নাচে গায়,
ঝরিছে তাদের হাসি স্নিগ্ধ জোছনায়।
শুভ্র বসনেতে ধরা হয়ে সুশোভন,
প্রতীক্ষা করিছে প্রিয় তব আগমন।
এসো হে চির সুন্দর মধুময় মনোহর,
মিটাও প্রাণের তৃষ্ণা মিলন সুধায়॥

জয় জয়ন্তী ৫৫

নাহি বাজে আর, প্রাণের বীণা আমার।
যে বাজাত নাহি বুঝি নিকটে তাহার।
যাহার পরশে বীণা উঠিত মধুর বাজি,
কেন সে রহিল দূরে সাধের বীণাটি ত্যজি ?
কখন আসিবে ফিরে নিকটে আবার।
লইবে যতনে তুলি আবার বীণাটি করে,
মধুর পরশ দিবে আবার তাহার তারে।
বাজিবে বীণাতে পুনঃ পুলক ঝঙ্কার॥

সুরমল্লার ৫৬

এলো পুনঃ ফিরে বরষা ধরায়,
আকাশ সাজিল তাই জলদ শোভায়।
বহিছে পূবালী বায় বিজলী চমকি চায়,
অশনি তাহার সাথে গুরু গরজায় !
ময়ূর পেখম ধরি নাচে পুলকে,
কদম্ব শিহরি ফোটে কোকিল ডাকে।
গ্রীষ্ম তাপে সন্তাপিত ছিল ধরণীর চিত,
কৃতজ্ঞ নয়নে আজি কার পানে চায়॥

শুদ্ধ কল্যাণ ৫৭

দাও প্রভু তব কল্যাণময় সত্যের পথে চলিতে,
ছল কুটিলতা মিথ্যা প্রবঞ্চনা থাকুক সতত দূরেতে।
সর্ব্বভূতে তুমি আছ নারায়ণ এই কথা মনে রাখিয়া স্মরণ,
সকলের হিত করিতে সাধন হয় যেন চেষ্টা মনেতে।
সকলের সাথে করে দাও মৈত্রী, সবারে হেরি সমান,
নাহি রহে যেন আমার নিকট উচ্চ নীচ ব্যবধান।
একমাত্র তুমি কত রূপ ধরি রহিয়াছ এই সারা বিশ্বভরি,
এই সত্য যেন নিশ্চয় করিয়া পারি মন মাঝে বুঝিতে॥

সাহানা ৫৮

তুমি যে মোর নয়নের আলো হৃদয়েতে তুমি সুখ,
আঁধার হেরি সারাটি জগৎ না দেখিলে তব মুখ।
তোমার বিরহে কত ব্যথা পাই কেমনে সখা বলিয়া জানাই,
নয়নেতে নামে অশ্রু বাদল ভেসে যায় মোর বুক।
তোমার চরণে মিনতি জানাই থাকো সদা মোর কাছে,
তোমার মধু সান্নিধ্য মোর অন্তর সতত যাচে।
যখন তোমারে নিকটেতে পাই নিজের অস্তিত্ব আমি ভুলে যাই,
শুধু থাকে এক মধুময় স্মৃতি মনমাঝে জাগরুক॥

নীলাম্বরী ৫৯

নীলাম্বরে শোভিতেছে অসংখ্য তারকা দল,
কাহার আলোকে তারা করে এত ঝলমল।
কেবা সে মহতী ভাতি সকল জ্যোতির জ্যোতি,
যাহার প্রভায় বিশ্ব হল এত সমুজ্জ্বল।
জ্যোতিষ্মান হল রবি যাহার রূপ প্রভায়'
যাহার প্রভায় মেঘে সৌদামিনী চমকায়।
কেন সে বিশ্বের আলো চোখে মোর না ফুটিল,
কেন না অন্তরে মোর সে আলো হল উজ্জ্বল॥

বেহাগ ৬০

এস মা আনন্দরূপিণি !
অতিন্দ্রিয়া অদ্বিতীয়া পরাশক্তি সনাতনী।
মহামায়া মহাবিদ্যা পুরাতনী পরাআদ্যা,
অবিদ্যার পরপারে মুক্তিদায়িনী
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে মাতা হয়ে আবির্ভূতা,
হৃদি পদ্মাসনে আসি হও অধিষ্ঠিতা।
মানস নয়নভরি তোমার মূরতি হেরি,
মানব জনম মোর ধন্য বলি মানি॥

ভজন ৬১

হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে এস তুমি শ্যামরায় !
আর আনো সাথে তোমার নিত্য প্রিয়া শ্রীরাধায় ।
আমার হৃদয় কমল আসনে বস আসি দোঁহে প্রীতমনে
নিকুঞ্জে আলো ভরিবে দোঁহার রূপ প্রভায় ।
সেখানে বসি মন সুখেতে বাজাও বাঁশরী শ্যাম,
পুলকে প্রাণ মাতিবে পূর্ণ হবে মনস্কাম ।
আমার দুটি নয়ন ভরি হেরিব যুগল রূপমাধুরী,
প্রাণের প্রীতি কুসুমগুলি দিব তুলি দোঁহার পায় ॥

দরবেশী ৬২

যাব আমি কার সাথে সুদূর পথে ?
কেবা দেখাইবে আলো আঁধার রাতে ?
কোথা পাব এমন সাথী রবে কাছে দিবারাতি,
ঘুচাবে পথের ভীতি মাভৈ বাণীতে ।
বিঘ্ন বাধা সরায়ে দূরে পদ পরশে,
অতীব বন্ধুর পথ যাব হরষে ।
যাব চির শান্তির দেশে যেথা কভু নাহি পশে ;
এ বিশ্বের হাসি রোদন রয় দূরেতে ॥

বাউল ৬৩

আর আমি ধরা দিব না মায়ার ছলে ভুলিব না।
একবার ছলেতে ভুলি করি এই আনাগোনা।
সুধার কলস বলি ঘরেতে আনিয়া তুলি,
খুলে দেখি বিষে ভরা আগাগোড়া ষোল আনা।
এবার আমি বুড়ি ছুঁয়েছি আর চোর হব না,
দেখিব সকল খেলা খেলায় ধরা দিব না।
যখন খেলা সাঙ্গ করে সঙ্গিরা সব যাবে ঘরে,
আমি যাব অন্য পথে আর ফিরে আসিব না॥

রামপ্রসাদী ৬৪

মা আমার কৈলাস রাণী সদানন্দময়ী ভবানী।
সুখদা বরদা নিত্যা গতি মুক্তি প্রদায়িনী।
এমন মায়ের হয়ে ছেলে ভাসি কেন নয়ন জলে?
কোন ক্রুর অদৃষ্ট ফলে তাহা আমি নাহি জানি।
মায়ের কোলে শুয়ে আছি তবু মাকে ভুলে থাকি,
মোহের ঘুমের ঘোরে দুঃখ দুঃস্বপন দেখি।
কবে মোর ঘুম ভাঙ্গিবে দুঃস্বপন টুটে যাবে,
আনন্দে হেরিব মায়ের স্নেহ ভরা মুখখানি॥

কীর্ত্তনাঙ্গ ৬৫

শ্রীহরির চরণে কবে করিব নিবেদন ?
যাহা কিছু আছে আমার জীবনের আয়োজন।
যাহা কিছু করিয়াছি যা করিব বাকি জীবন,
সব কর্ম্মফল তাঁরে করিব আমি সমর্পণ।
অতীব অস্থির মন চঞ্চল বায়ুর মতন,
(কিছুতেই স্থির থাকে না চারিদিকে ঘুড়ে বেড়ায়)
কিরূপে তাঁহারি ধ্যানে থাকিবে সদা নিমগন।
গোবিন্দ বলে কেমনে মিলিবে জীবনে দিন এমন,
শ্রীহরি পদে লুটাব ধন্য করিব জীবন আপন॥

কীর্ত্তন ৬৬

ওহে সুন্দর শ্যাম নটবর রসিক রাসবিহারী,
মোর হৃদি বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সনে এসো তুমি বংশীধারী।
দাঁড়াও সেথায় ত্রিবঙ্কিম ঠামে শ্রীরাধায় শ্যাম রাখ তব বামে,
হেরিব সতত নয়ন ভরিয়া মোহন রূপ দোঁহারী।
নব জলধর শ্যাম রূপ তব শ্রীরাধা বিদ্যুৎবরণী,
মেঘের কোলে হেরিব শোভিছে অচঞ্চলা সৌদামিনী।
গোবিন্দ তখন আনন্দিতমনে ঢালিবে দোঁহার রাজীব চরণে,
চির সঞ্চিত আছে তার যত নয়নেতে প্রেমবারি॥

প্রভাত ভৈরব ৬৭

তোমার চরণে সকল সময় যেন মোর মতি রয়,
এই ভিক্ষা কৃপা করে দাও মোরে দয়াময়।
কত যুগ যুগ ধরে আসা যাওয়া করিতেছি,
মায়ার ছলেতে ভুলি কত কষ্ট পাইতেছি।
মরীচিকা মাঝে হায় দাঁড়ায়ে বারি আশায়,
মৃগতিষিকায় শুধু কাল করিতেছি ক্ষয়।
কত দিনে এ মায়ার হবে প্রভু অবসান ?
তোমার চরণে প্রভু সমর্পিব মন প্রাণ।
অন্য চিন্তা পরিহরি তোমারে স্মরণ করি,
থাকিব তোমার ধ্যানে সদা প্রভু তন্ময়॥

দেশী ৬৮

তোমার মন্দিরে প্রভু কত আসি যাই,
ক্ষণেকের তরে দ্বার খোলা নাহি পাই।
জানিনা কিসের তরে রাখ দ্বার রূদ্ধ করে,
দেখা দিতে বুঝি মোরে বাসনা নাই।
অগতির গতি তুমি করুণা পাথার,
পরম আত্মীয় প্রিয় বন্ধু সবাকার।
কি দোষ করেছি আমি তোমার নিকট স্বামী,
তব দরশন লাভে বঞ্চিত তাই॥

ভৈরবী ঠুংরী ৬৯

ঘরে থাকা হল বুঝি দায় ?
মন হরিতেছে কোন সুরের মায়ায় ।
কোথা দূর দেশে বসি বাজায় মোহন বাঁশী,
ইচ্ছা হয় দেখে আসি কে বাঁশী বাজায় ।
পথ কিন্তু নাহি জানা কেমনে যাইব,
কেমনে সন্ধান তার খুঁজে আমি পাব ।
কিন্তু সে বাঁশীর সুরে হৃদয় আকুল করে,
প্রাণ মোর তার কাছে উড়ে যেতে চায় ॥

মিয়াকী টোড়ী ৭০

বুঝিব কেমনে তোমার লীলা ?
কত অঘটন ঘটে মায়ার খেলা ।
পাপের পাঁকে ফোটে পুণ্য শতদল,
মরুময় শুষ্ক প্রাণে আসে স্নেহ জল ।
নিরাশা আঁধার মাঝে আশার আলো বিরাজে,
দুঃখের সাগর মাঝে ভাসে সুখভেলা ।
কতই রচনা কর আপন মামায়,
আকাশেতে গ্রহ তারা কত শোভা পায় ।
যেখানে কিছু না ছিল বিরাট বিশ্ব আসিল,
কতই করিছ খেলা বসি নিরালা ॥

দরবারী টোরী ৭১

জানিনা কেন আমি পাইনা সাড়া তোমার ?
পশে না বুঝি তব কানে ডাক আমার।
যে ডাকেতে সাড়া দাও সে ডাক মোরে শিখাও,
শিখানো সেই ডাকে ডাকিব আমি এবার।
দেখিব কি রূপেতে থাকিতে পার দূরে,
অবশ্য সেই ডাক আনিবে তোমাকে ধরে।
তখন নয়ন ভরি হেরিয়া রূপ তোমারি,
পুরিবে মনস্কাম ঘুচিবে দুঃখ ভার॥

———

সিন্ধুড়া ৭২

যাবে কি জীবন মোর বৃথা কাটিয়ে ?
আশা নিরাশার মাঝ পথে দাঁড়ায়ে।
কখন সাহস হয় তুমি প্রভু দয়াময়,
রাখিবে না মোরে কভু দূরে ফেলিয়ে।
পুনঃ মনে ভয় হয় শ্রদ্ধা ভক্তি নাই,
তব কৃপা রাখিবার পাত্র কোথা পাই ?
প্রভু তুমি কৃপা করে দেখা দাও আসি মোরে,
চিরতরে এই দ্বিধা দাও ঘুচায়ে॥

———

খাম্বাজ ৭৩

থাকিবে দূরেতে তুমি আর কত দিন ?
ফুরায় জীবন বেলা মোর আয়ু হয় ক্ষীণ।
আশার মুকুলগুলি শুকায়ে হতেছে ধূলি
হৃদয় সরসী হল প্রীতি রসহীন।
তোমার বিরহ তাপ কত সহিব,
কত দিন প্রতিক্ষায় বসে থাকিব ?
আর থাকিওনা দূরে এসো প্রিয় ত্বরা করে,
প্রাণে প্রাণে মিশে থাকি দোহে নিশিদিন ॥

ঝিঁঝিঁট ৭৪

প্রাণের বীণাতে যদি না বাজে প্রীতির সুর ?
কৃপা করি দিও তায় পরশ প্রভু মধুর।
অতীতের যত ব্যথা শোক তাপ ব্যাকুলতা,
দুঃখ দৈন্য দুর্ব্বলতা চিরতরে হবে দূর।
উঠিবে সেথায় বাজি আবার সুর মহান,
ঝঙ্কারি উঠিবে পুনঃ তোমার মহিমা গান।
নূতন উদ্যমে প্রাণ হবে পুনঃ বলীয়ান,
পুলকের শিহরণ রবে সেথা ভরপূর ॥

কাফি ৭৫

প্রীতির পাথার তুমি দেব সনাতন।
তোমার প্রীতিতে ভরা বিশ্ব ভুবন।
আকাশে তারকাকুল নাচে আর গায়,
সুমধুর হাসি ঝরে স্নিগ্ধ জ্যোছনায়।
কাননে কুসুম ফোটে পাখীরা গাহিয়া ওঠে,
শীতল পরশ আনে মলয় পবন।
কলতান তুলি নদ নদী ছুটে যায়,
সাগরে প্রাণ নাচে তরঙ্গ দোলায়।
মানব হৃদয় মাঝে পুলকের বাঁশী বাজে,
যখন তোমার ধ্যানে থাকে নিমগন॥

সিন্ধু ৭৬

রহিবে আর হৃদি গগনে কতক্ষণ এই আশার আলো ?
নিরাশার ঘন আঁধার সেথানে ঘিরে আসিল।
যত সুখের ছবিগুলি মুছিয়া গেল সকলি,
দুঃখ দৈন্যের ছায়া আসি নৃত্য সুরু করে দিল।
এ বিপদের হাত হতে যদি চাও পরিত্রাণ,
তাহারি শরণ চাও যিনি সর্ব্বশক্তিমান।
তাঁহার করুণা বলে এ বিপদ যাবে চলে,
দেখিবে হৃদি গগনে আনন্দ রবি উদিল॥

সুরট ৭৭

যাঁহার অসীম করুণার ধারা প্লাবিত করিছে ধরা,
গগনে শোভিছে তাঁহার কৃপায় অসংখ্য গ্রহ তারা।
তাহার আদেশে চন্দ্র তপন ধরণীকে করে আলো বিতরণ,
সমীরণ করে জীবন রক্ষা বরষায় ঝরে ধারা।
শস্য পূর্ণা হতেছে ধরণী সতত তাঁর দয়ায়,
বারেকের তরে কেন না জানাও কৃতজ্ঞতা তাঁর পায়।
তিনি যে পরম মঙ্গলময় অগতির গতি দীনের আশ্রয়,
তাঁহার প্রসাদে শান্তিপ্রাণে আসে শোক তাপ দুঃখ হরা॥

ভীম ৭৮

মনের কথাটি মনের মাঝে রাখিলাম তুলি,
যখন শুধাল মোরে কিবা চাহ বলি।
মনের মাঝে রহিয়াছে কতই আশা,
কোথায় পাইব তার বলিতে ভাষা ?
কিছু কথা হবে বলা বাকি রবে সকলি।
জানি সে যে অন্তর্য্যামী সকলি জানে,
যাহা কিছু আছে মোর গোপন প্রাণে।
মুখেতে বলিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা কেবলি।
বড়ই করুণাময় দিবে পূর্ণ ভরি,
আমার অন্তরে যাহা আছে শূন্য করি,
তাই কিছু নাহি বলি আমি আসিলাম চলি॥

খাম্বাজ ৭৯

জানিনা কেন আমায় হাসাও কাঁদাও এমন করে ?
কখন নিকটে আসি ভাসাও মোরে সুখ সাগরে।
আবার কভু দূরেতে যাও ডাকিলেও সাড়া না দাও,
বেদনায় হৃদয় ভরে নয়ন হতে অশ্রুঝরে।
এই রূপেতে করি খেলা প্রাণের মাঝে সুখ বুঝি পাও।
কখন নিকটে থাক কভু দূরে সরিয়া যাও।
আমার কিন্তু মনেতে হয় এরূপ খেলা মোটে ভাল নয়,
ভালবাস যদি গো মোরে থাক সদাই আমার ঘরে॥

———

ছায়া ৮০

খুঁজিতেছি আমি তোমায় সারাটি জনম ধরি,
দেখা দিতে আসি কাছে পালাও দূরেতে সরি।
কত আশা নিরাশায় জীবন কাটিয়া যায়,
কখনো আলোকে থাকি কভু বা আঁধার হেরি।
করিবে এ লুকোচুরি খেলা আর কত দিন,
ফুরায় জীবন বেলা আয়ু হইতেছে ক্ষীণ।
আর থাকিও না দূরে ধরা দাও কৃপা করে,
যতনে হৃদয়ে রাখি নিরখি নয়ন ভরি॥

———

শুদ্ধনট ৮১

বাজাইছে মধুবনে বাঁশী শ্যামরায়,
সখিরা তাহারে ঘিরি নাচে আর গায়।
তাহাদের গানে আর বাঁশরীর সুরে,
পুলকেতে মধুবন উঠিতেছে ভরে,
ফুটিছে কুসুম আর পাখী গান গায়।
আকাশেতে পূর্ণশশী সে লীলা হেরিছে,
অস্তাচলে যাওয়া তার ভুলিয়া রয়েছে।
মধুর পূর্ণিমা নিশি তাই না পোহায়॥

চম্পক ৮২

কেন কাঁদিছে হৃদয় মোর কোন ব্যথাতে ?
কি যেন হারিয়ে গেছে সেথা অজ্ঞাতে।
একটি শান্তির আলো সেখানে জ্বলিতেছিল,
সহসা নিভিয়া গেল কোন বাত্যাতে।
বুঝি এক দুঃখ স্মৃতি ঘুমায়ে ছিল,
সহসা চেতনা পেয়ে জেগে উঠিল।
সেই স্মৃতি বেদনায় বহিল নিরাশা বায়,
নিভিল শান্তির আলো তার আঘাতে।
এস হে অনাথ বন্ধু করুণা পাথার !
ঘুচাইয়া দাও প্রভু এ বেদনা ভার।
কৃপার পরশে তব অনাময় হয়ে রব,
জ্বলিবে শান্তির আলো পুনঃ প্রাণেতে॥

বেহাগড়া ৮৩

তুমি কিসের তরে বাজাইছ মোহন বাঁশরী ?
মোরা যমুনাতে বারি নিতে যেতে না পারি
তোমার বাঁশীর সুরে ব্যাকুলতা প্রাণে ভরে,
মনে হয় ছুটে যাই লাজ মান পাসরি।
তাই যমুনাতে যেতে মনে ভয় যে করে,
হয় তো গেলে ঘরে আসব না ফিরে।
তুমি যে সেখানে বসি সদা বাজাইছ বাঁশী।
তুলিতেছ প্রাণ মাতান সুরলহরী ॥

পলাশী ৮৪

ধীরে ধীরে বহিছে দখিনা বায়।
পুলকের শিহরণে কুসুম ফুটিছে বনে,
পাখীরা সুখেতে গান গায়।
আকাশে বসেছে এক প্রীতির মেলা,
চাঁদে ঘিরি তারাকুল করিছে খেলা।
জোছনা নামিয়া আসি বাজায় পুলক বাঁশী,
আনন্দেতে ধরাকে মাতায়।
জানিনা কোন মায়াবী এ ছবি আঁকে,
পাব কি দেখিতে আমি কভু তাহাকে।
আসিয়া আমার ঘরে দেবে কি দেখা আমারে,
বিভূষিত নিজ মহিমায় ॥

শঙ্করা ৮৫

করে তোমার সুরের পরশ লাগিবে প্রভু আমার প্রাণে ?
কণ্ঠ মোর ভরে উঠিবে তখন তোমার গুণ গানে।
গাহিব আমি সকল সময় তোমার গান মহিমা ময়,
তোমার মহান যশ ও কীর্ত্তি উঠিবে ধ্বনি সুরের তানে
তোমাতে হয় বিশ্বের উদ্ভব তোমাতে আবার তাহার লয়,
আদি অন্ত বিহীন তুমি সৎচিৎ আনন্দময়।
সকলের আদি গুরু তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু,
থাকে যেন চিত্ত মগন সদা তব চিন্তা ধ্যানে॥

———

হিন্দোল ৮৬

কেন দুলিতেছে এই সংসার দোলায় ?
কেন ভুলে রহিয়াছি এ মিথ্যা খেলায়।
এ খেলায় নাহি সুখ প্রাণে পাই কত দুখ,
মরু মাঝে ভ্রমিতেছি জলের আশায়।
তৃষ্ণায় কাতর প্রাণ ঘুরিয়া বেড়ায়,
জলের সন্ধান কোথাও খুঁজিয়া না পাই।
কত দিনে ভুল ভাঙ্গিবে মিথ্যা মায়া টুটে যাবে,
সত্য মঙ্গল যাহা প্রাণে পাব তায়॥

———

বসন্ত ৮৭

বসন্ত এসেছে ফিরে আবার ধরায়।
অশোক কিংশুক কলি খোঁজ কারে মুখ তুলি,
কে বুঝি এলনা আজি ফিরিয়া সেথায়।
মলয়া তাহারে বুঝি খুঁজিয়া বেড়ায়,
পাখিরা মধুর কণ্ঠে ডাকে বুঝি তায়।
জিজ্ঞাসে বৃক্ষ লতায় কেহ কি দেখেছে তায়,
না না না বলে সবাই জানায়।
কোথায় রহিল সেই অজানা প্রিয়,
যাহার দর্শন লাভ এত বাঞ্ছনীয়।
কেন সে দূরেতে থাকি সবারে দিতেছে ফাঁকি,
কেন নাহি দৃষ্টিপথে আসিয়া দাঁড়ায়॥

তিলক কামোদ ৮৮

একটুখানি খুঁজি কেন তাহার খোঁজা ছাড়িয়া দাও ?
যতন করি দেখনা খুঁজি তাহার দেখা পাও কি না পাও।
সে রয়েছে বিশ্বজুড়ি তাহার অভাব কোথাও নাই,
তাহারে ছাড়িয়া কাহার আছে এখানে ঠাঁই
তাহার মায়াতে ভুলি তাহারে সদা হারাও।
ভক্তিভরে তারে ডাক মায়া তার দূরে পালাবে,
আপন হৃদয় মাঝে তাহার তুমি দেখা পাবে,
আনন্দময়েরে হেরি আনন্দেতে দিন কাটাও॥

দেশ ৮৯

মা তোমায় বলেছে কাল বুঝি কোন অন্ধজনে ?
তোমার রূপের প্রভায় এলো আলো এ বিশ্বভুবনে।
রবি শশী যত তারকা তোমার আলয় দিল যে দেখা,
মেঘে চমকে বিদ্যুৎ রেখা তব পদনখ কিরণে।
তোমার প্রকাশে মাগো সব প্রকাশিত রয়,
অজ্ঞানের অন্ধকার তাহে দূরীভূত হয়।
দূর করে দেমা এবার মোর হৃদয়ের অন্ধকার,
জ্যোতির্ম্ময় রূপে তোমার দেখা দাও মোর নয়নে॥

———

মিয়াকি মল্লার ৯০

শ্রাবণের মেঘের ঘটায় নভোস্থল আছে আবরি,
বহিতেছে পুরবীয়া বায় মনোসুখে ডাকে দাদুরী।
রিম ঝিম বারি বরষে কদম্ব ফুটিছে হরষে,
কেতকীর মৃদু সুবাসে বন পথ গিয়াছে ভরি।
মেঘ দেখি নাচিছে ময়ূর তাহার পেখম খুলিয়া,
কিন্তু মোর নয়ন হতে অশ্রুবারি পড়ে ঝরিয়া।
পিয়া নাহি মোর সাথেতে সুখ নাই তাই প্রাণেতে,
আর তার বিরহেতে হৃদয় কাঁদিছে গুমরি॥

———

গৌড়মল্লার ৯১

যথা শ্রাবণের মেঘে আকাশ ঢাকিয়া রয়,
সেরূপ বিষাদ মেঘে ভরেছে মোর হৃদয়।
শ্রাবণের ধারা সম নয়ন হইতে মম,
ঝরিতেছে অশ্রুবারি সকল সময়।
বরষার শেষে যবে শরৎ আসিবে,
নির্ম্মল আকাশে শশী সমুদিত হবে।
সেরূপ কুটীরে মম আসিবে কি প্রিয়তম,
রাকাশশী সম পুনঃ হবে কি উদয়॥

দরবারী কানাড়া ৯২

সুখের লাগিয়া ঘুরি বৃথায়,
জীবন বিফলে বুঝি কেটে যায়।
আশার ছলেতে চলি কত পথে
হৃদয় ভরিল শুধু বেদনায়।
সত্য সুখ যাহা মিলিল না দেখা,
হেরিলাম যাহা তাহা মরীচিকা।
ভাবিয়া আসল আনিনু নকল,
দুঃখেরে বরিনু সুখ কল্পনায়।
কত দিনে মোর এ ভুল ভাঙ্গিবে ;
জ্ঞানের আলোকে চক্ষু খুলে যাবে।
সেই আলোকেতে পাইব দেখিতে
নিত্য সত্য সুখ রয়েছে কোথায়॥

নন্দকোষ ৯৩

অন্তর্য্যামী পরব্রহ্ম সত্য সনাতন !
জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় কারণ ।
অনাদি অনন্ত বিভু   বিশ্বের নিয়ন্তা প্রভু
বুদ্ধি মন অগোচর আনন্দ ঘন ।
সবার বশী ঈশান সকলের গুরু,
পরম মঙ্গলময় বাঞ্ছা কল্পতরু ।
তোমার চরণে নাথ   করি সদা প্রণিপাত,
ঘুচাইয়া দাও মোর মোহ আবরণ ॥

ভজন ৯৪

হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে এসো গিরিধারী করেতে বাঁশরী
বামে লয়ে শ্রীরাধিকা   পূর্ণিমার শশী রাকা,
মেঘেতে বিজুলী আঁকা (কিবা) শোভা মনোহারী ।
তুলি সুরে রাধানাম   নটবর গুণধাম,
বাজাও বাঁশরী শ্যাম (মন) প্রাণ মুগ্ধকারী ।
দোঁহার পদনূপুর বাজিবে ছন্দে মধুর,
পুলকেতে প্রাণ মোর হবে ভরপুর ।
আর দুটি আঁখি মোর   যেন তৃষিত চকোর,
করিবে সুখেতে পান (দোঁহার) রূপমাধুরি ।

দাদরা ৯৫

কোন মায়াবী ফোটায় কুসুম মলয় ডেকে আনে ?
কাহার সুরে পাখীরা গায় মধুর কলতানে।
আকাশেতে কাহার হাসি দিল চাঁদেরে জ্যোৎস্না রাশি,
শ্যামল হল ধরণী কার মেঘের কৃপা দানে।
ছুটে যায় তটিনী কার তালে নৃত্য করি,
উর্ম্মিমালা খেলে সাগরে কাহার ছন্দ ধরি।
চির সুন্দর কোন মায়াবী আঁকে মোহন বিশ্বছবি,
দেবে কি গো তাহার পরশ বারেক আমার প্রাণে ॥

রামপ্রসাদী ৯৬

মন তোমায় করি গো মানা।
বিষয় সুখ লাভের আশে হয়োনা সদা উন্মনা।
বিষয় সুখ চাহিবে যত দুঃখ প্রাণে পাবে তত,
বিষয় ত্রিগুণে রচা ত্রিগুণেতে সুখ থাকে না।
গুণাতীত যিনি ভূমা সকল সুখ আশ্রয়,
অমৃত রসের সিন্ধু সদাই আনন্দময়।
হৃদয়ের সিংহাসনে থাকেন বসি সঙ্গোপনে,
জ্ঞান চক্ষু দিয়া তারে যতনে খুঁজে দেখ না ॥

বাউল ৯৭

আমায় একাই যেতে হবে।
সারা জগৎ যেমন আছে তেমনি থাকিবে।
নিয়ম মত রবি উঠিবে পাখীরা সুরে গান ধরিবে,
লোকেরা নিজ কাজে মাতিবে হাসিবে কাঁদিবে।
শুধু সুখ দুঃখের খাতা মোর বন্ধ রবে,
হাসি অশ্রুর লেখাগুলি মুছিয়া যাইবে।
মনে রেখ আমি তখন সেই দেশে করিব গমন
যেথা বাজে পুলক বাঁশী সদাই মধুর রবে।
বসে না সেথা কোনও সময় সুখ দুঃখের মেলা,
আনন্দ পুরীর দুয়ার সদাই থাকে খোলা।
সে পুরীতে যাহারা যায় পৃথক সত্তা তারা হারায়,
নানাত্বের অবসানে এক হয়ে যায় সবে॥

ভাটিয়ালী ৯৮

বন্ধুর লাইগা রইনু বৈস্যা বন্ধু আইল না।
কোথায় রইল্যা আমার বন্ধু বুঝতে পারলাম না।
জানতাম যদি কোথায় আছে ছুইটা যাইতাম তাহার কাছে,
বন্ধুর মুখ না হেরিলে প্রাণে বাঁচি না।
বুইঝি না তার পাইথর বাঁধা কিরূপ কইঠিন হিয়া,
পরবাসে রইলা বইসি মোরে পাইসরিয়া।
এখন আমি কি ঝে করি বাঁইচি কিম্বা ডুইব্যা মরি,
আমার এই প্রাণের জ্বাইলা হায় কেউ বোঝবা না॥

গজল ৯৯

হৃদয় মাঝে প্রভু তোমার আসন যখন পাতিতে চাই,
কল্পনা আসি ডাকিয়া বলে এস দুজনে মোরা বেড়াই।
তখন তার কথায় ভুলি তাহার সাথে যাই যে চলি,
যতই আমি ঘুরে বেড়াই ততই তোমায় ভুলিয়া যাই।
কেমন করে কল্পনার দায় এড়িয়ে যেতে আমি পারিব ?
হৃদয় মাঝে তোমার আসন নিশ্চিন্ত মনে আমি পাতিব।
মন কিন্তু বড়ই চঞ্চল ঘুরে বেড়াতে চায় সে কেবল,
তোমার কৃপা বিনা তারে স্থির রাখিবার উপায় নাই॥

———

টহলদারী ১০০

মনের মলা ফেলনা ধুয়ে হ রি নাম স্মরণ করি,
পাপ নাশন তাপ হরণ নাম পূত জাহ্নবীবারি।
করিতে হবে না গঙ্গায় স্নান নাম রসে ডুবাও প্রাণ,
ইহলোকে থাকিবে সুখে অন্তিমে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী।
নামরস সাগর মাঝে থাকেন নিজে শ্রীহরি,
যত ডুবিবে তত পাইবে রাখ নিবিড় বন্ধনে ধরি
ভক্তি ভরে জপিলে নাম হবে তুমি সফলকাম
আনন্দ পাথার প্রীতির আধার হরি নিজে ভক্তির ভিখারী।

———

ভজন ১০১

হরি তব মহিমার গান সদা গাই,
কি সুখ সাগর মাঝে ডুবে আমি যাই।
তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ পুরুষ প্রধান,
বিশ্বের সৃজন কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান।
নিয়ন্তা বিধাতা প্রভু স্বয়ং প্রকাশ বিভু,
তোমার তুলনা কিংবা উপমা যে নাই।
প্রেম রস সিন্ধু তুমি অমৃত পাথার,
জীবগণ প্রতি তব করুণা অপার
তাদের কল্যাণ তরে কত নাম রূপ ধরে,
যুগে যুগে ধরাধামে আসিতেছ তাই॥

কীর্ত্তন ১০২

আর কি কখনো তব দরশন পাইব নয়নে পরাণ সখা ?
কত দিন হায় এরূপ বৃথায় প্রতিক্ষায় শুধু বসিয়া থাকা।
(মনের সাধ মনে থাকিবে তোমার দেখা না মিলিবে আশাপথ চেয়ে থাকা ; (শুধু)
জানিনা কিরূপ কঠিন পাষাণে বাধিয়া রেখেছ তোমার হিয়া,
তাই এরূপ করিয়া নিঠুর হইয়া রয়েছ দূরেতে মোরে ভুলিয়া।
(ডাকিলেও সাড়া দাওনা নিকটে আস না রয়েছ দূরেতে সরিয়া)
মনে ছিল আশা মিটিবে পিপাসা পাইব আমি দেখা তোমার,
এখন সে আশা হল যে দুরাশা চারিদিকে শুধু হেরি আঁধার।

(আঁধার মোর প্রাণে এসেছে আঁধার চারিদিক ঘিরিছে নাহি বুঝি শেষ তার)
এখন কি করি শুধু ভেবে মরি নাহি কি আর কোন উপায়,
গোবিন্দ বলিছে উপায় রয়েছে তিনি যে দয়াল দীনের সহায়।
তাহারে ডাক সদা কাতরে ভক্তিসহকারে অবশ্য মিলিবে দেখা॥

আহীর ভৈরব ১০৩

ঐশ্বর্য্য তোমার প্রভু জানিতে না চাই,
অসীম অনন্ত তাহা তুলনা যে নাই।
জানি তুমি সখা মম চির সাথী প্রিয়তম,
বাসিয়া তোমারে ভাল কত সুখ পাই।
তুমি চির সুন্দর সতত নূতন
অতীব মধুর আর হৃদয়রঞ্জন।
তুমি প্রীতির পাথার বন্ধু সাথী সবাকার,
প্রেমের বন্যাতে তব ভেসে যেন যাই॥

আনন্দ ভৈরব ১০৪

অমৃত পাথার তুমি দেব সনাতন!
মায়াতে রেখেছ কিন্তু স্বরূপ গোপন।
তুমি আছ তাই আছে আনন্দ ধরার মাঝে,
মোরা যে আনন্দ পাই তুমি সে কারণ।

তথাপি এ কথা মোরা সদা ভুলিতেছি,
তোমারে রাখিয়া দূরে সুখ খুঁজিতেছি।
বিফল চেষ্টায় তাই জীবন মোরা কাটাই
মরীচিকা মাঝে করি জল অন্বেষণ।
মায়া কুহেলিকা কবে যাইবে সরিয়া,
জ্ঞানের আলোকে চিত্ত উঠিবে ভরিয়া।
তুমি যে আনন্দময় জানিয়া স্থির নিশ্চয়,
তোমার ধ্যানেতে সদা রব নিমগন॥

ভৈরব বাহার ১০৫

হৃদয় আমার কর পূজার মন্দির,
বস হে দেবতা সেথা হইয়া সুস্থির।
ভক্তির কুসুমগুলি দিব তব পায়ে তুলি,
মাখাইয়া দিব গায় চন্দন প্রীতির।
জ্ঞানের প্রদীপ সেথা জ্বলিবে উজ্জ্বল,
শ্রদ্ধার ধূপগুলি দিবে পরিমল।
মানস নয়ন মোর যেন বিমুগ্ধ ভ্রমর,
চরণ পদ্মের দিকে চাহি রবে স্থির॥

দেশী টোড়ী ১০৬

শুনেছি আহ্বান তব মোর হৃদি মাঝারে,
দিবানিশি ডাকিতেছ সেখানে প্রভু আমারে।
কিন্তু কি মোহ নেশায় অন্তর মোর ঘুমায়,
বারেক তোমার ডাকে সাড়া নাহি দিতে পারে।
কঠিন আঘাত বিনা এই নেশা কাটিবে না,
যতই ডাকিবে মোরে সাড়া কিছু পাইবে না।
নিষ্ঠুর আঘাতে যবে নয়নে জল ভরিবে,
ডাকিব কাতর স্বরে তখন প্রভু তোমারে॥

———

গুর্জ্জরী টোড়ী ১০৭

মন মাঝে আশা রয় সকল সময়,
এক দিন তুমি আসিবে নিকটে তোমারে পাব নিশ্চয়।
জানি তুমি দয়াময় তাই এ সাহস হয়,
তাই রহিয়াছি নিশ্চিন্ত সদা প্রাণে নাই কোন ভয়।
শুধু ভাবিতেছি তোমার যোগ্য আসন কোথায় পাই,
হৃদয় মোর মলিন অতি বসিবার ঠাঁই নাই।
তাই উদয় হতেছে মনে ভক্তি শ্রদ্ধা পাব কেমনে
যাহাতে আমি পাতিব হৃদয়ে আসন পুণ্যময়॥

———

জৌনপুরী টোড়ী ১০৮

কতই জীবন মোর বিফলে চলিয়া গেল,
সুখ-দুঃখ প্রতিঘাতে শুধু কাল কাটিল।
কেন করি আনাগোনা কি বা দেনা কি পাওনা,
হিসাব নিকাশ তার কিছু নাহি করা হল।
জীবন খাতায় শুধু বাড়িছে দেনার ভার,
কিরূপে করিব শোধ দেখি না উপায় তার।
অন্তরে যতই খুঁজি দেখিনা কিছুই পুঁজি,
জমার খাতাতে মোর কেবল শূন্য বসিল।
কোথায় সে মহাজন যাহার করুণাধন,
সারাটি বিশ্বের করে অভাব মোচন।
তাহারি শরণ চাই যদি কৃপা ভিক্ষা পাই
চরণে তাহার মোর আশা-ভরসা রহিল॥

বিলাসখানি টোড়ী ১০৯

প্রভু তোমার নিকটে চাহি না অধিক আর।
যা দিয়াছ মোরে যথেষ্ট তাহা প্রয়োজন মিটাবার।
শুধু তব পদে এই ভিক্ষা চাই অন্তিম সময়ে যেন দেখা পাই
থাকে যেন সদা তোমার ধেয়ানে মগন মন আমার।
সাজায়ে রেখেছ সারাটি বিশ্ব তুমি নিজ মহিমায়,
তাহার ভিতর রহিয়াছ তুমি গোপন নিজ মায়ায়
মায়া আবরণ দূরে সরাইয়া দেখা দিও প্রভু নিকটে আসিয়া,
অগতির তুমি একমাত্র গতি করুণার পারাবার॥

সিন্ধুড়া আশোয়ারী ১১০

কার পথ চাহি দিন মোর কেটে যায় ?
কতই হৃদয় দোলে আশা আর নিরাশায়।
কখনো মনেতে হয় এলো বুঝি সুসময়,
আবার পিতম মোর ফিরে আসিবে হেথায়।
পুনরায় মনে ভাবি সে মোরে ভুলিয়া গেছে,
তার আসিবার কথা মনের কল্পনা মিছে।
কত দিন আমি আর রব প্রতিক্ষায় তার
জীবনের বেলা মোর এদিকে বুঝি ফুরায়॥

দেবগিরি বেলাওল ১১১

সৃষ্টির প্রভাত হইতে চলিতেছি পথ ধরি,
কোথায় আছে পথের শেষ বুঝিব কেমন করি।
কতই রজনী আমি হায় কাটাইয়া মরণ নিদ্রায়,
প্রভাত আসিলে পুনরায় চলি নব দেহ ধরি।
চলিতে চলিতে পথেতে কত লোক নিকটে আসে,
কিছু দিন কাছে থাকিয়া চলে যায় সুদূর দেশে।
আমাকে এ জীবন পথে কত আর হবে চলিতে,
পৌঁছিতে গন্তব্য দেশেতে কত আর রয়েছে দেরী॥

আলাহিয়া বেলাওল ১১২

থাকিব সতত বসি তোমার চরণ তলে,
যাবনা দূরেতে সরি ভুলিয়া মায়ার ছলে।
কত বার ভুল করি গিয়াছি দূরেতে সরি,
তাই রহিয়াছি ধরা এখনও মায়া কবলে।
করুণার সিন্ধু তুমি অমৃত রসের সার,
অগতির গতি সাথী প্রিয় বন্ধু সবাকার।
তোমার চরণাশ্রয়ে রহিব সদা নির্ভয়ে,
ধীরে ধীরে মায়া পাশ একেবারে যাবে খুলে॥

ললিতা গৌরী ১১৩

কত কথা ছিল বলিতে হলনা বলা তারে,
বারেক নিকটে আসিয়া চলে গেল কোন সুদূরে।
ভেবেছিনু আসিলে কাছে মন মাঝে যা কিছু আছে,
বলিব সকলি খুলিয়া রাখিব না গোপন করে।
কিছুই তো বলা হোল না চলি গেল দূরে সরিয়া,
নাহি জানি আবার কখন নিকটে আসিবে ফিরিয়া।
যদি থাকে কাছে কিছুক্ষণ বুঝাইয়া বলিব তখন,
নিয়ে যাও সাথে করিয়া রাখিও না দূরে মোরে॥

কাফী ভৈরবী ১১৪

পরমাত্মা পরব্রহ্ম দেব সনাতন
জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি অগতির গতি প্রভু ত্রিভুবনপতি,
অনাদি অনন্ত বিভু নিত্য নিরঞ্জন।
চিন্ময় স্বরূপ তব সদা নন্দময়,
পরম মঙ্গল দাতা অমৃত অব্যয়।
সকলের আদিগুরু ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু,
দীননাথ দীনবন্ধু দীনের শরণ।
করিতে ধর্ম্মের রক্ষা দুষ্কৃত দমন
যুগে যুগে কর তুমি জন্মগ্রহণ।
প্রভু তব করুণায় শোক তাপ দূরে যায়,
ঘুচে যায় চিরতরে জন্ম মরণ॥

সিন্ধু ভৈরবী ১১৫

চোখে তারে যায় না দেখা তা বলে কি ব্রহ্ম নাই ?
যাহা কিছু আছে এ—জগৎ মাঝে সব কি দেখিতে পাই ?
এই যে আকাশ আছে বিশ্বময় নয়ন গোচর সে কি কভু হয়,
সমীরণ যদি অবরুদ্ধ রয় তারেও মোরা হারাই।
রুদ্ধ গৃহে বসি বাহির বিশ্বের মেলে কি কখনো দেখা,
সেরূপ মোদের দৃষ্টি শক্তি আছে মায়াতে সতত ঢাকা।
যদি কোন দিন সাধনার ফলে মায়া আবরণ দূরে যায় চলে
তাহলে তাহারে জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেখিতে পাবে সদাই॥

ইমন্ বেলাওল ১১৬

কেন করিতেছি এই আসা যাওয়া ?
যাহা চাহিয়াছি তাহা গিয়াছে কি পাওয়া।
হয়েছে কি মন নিশ্চিন্ত পিপাসা কি হল শান্ত,
আলেয়ার পিছু কেন করি তবু ধাওয়া।
সত্য সুখ যাহা তাহা চিনিতে পারি না,
মিথ্যার পিছনে তাই করি আনাগোনা।
না হইলে জ্ঞানোদয় ঘুচিবে না বিপর্য্যয়,
সুধা ভাবিয়া হবে গরল খাওয়া॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ ১১৭

বাঁধিতে চাহিছ ঘর সংসারের বালুচরে।
ভাবিছ সুবিধা আছে জল কাছে রহিয়াছে,
তৃষ্ণা মিটাইতে আর যাইতে হবে না দূরে।
বিপদ বন্যায় কিন্তু সে ঘর ভাসিয়া যাবে,
কাতর হৃদয়ে কত তখন কাঁদিতে হবে।
তাই যদি চাহ ঘর বাঁধ যেথা নাহি ডর,
শ্রীহরি চরণাশ্রয়ে বৈরাগ্য ভিত্তির পরে।
বিপদের বন্যা কভু সে ঘর না টলাইবে,
বাসনা কামনা তৃষ্ণা সতত দূরে থাকিবে,
তখন নিশ্চিত প্রাণে থাকি শ্রীহরির ধ্যানে
লভিবে পরমা শান্তি অনায়াসে চিরতরে॥

সিন্ধু খাম্বাজ ১১৮

মিথ্যা খেলায় ভুলিয়ে মোরে রহিলে তুমি দূরে সরি,
তোমার এই ছলনা নাথ বুঝিব আমি কেমন করি।
ভেবেছিলাম এই খেলায় নিকটে আমি পাব তোমায়,
দেখিতে পাব মূরতি তব সারাজীবন নয়ন ভরি।
এখন দেখি ভুল করেছি বুঝি নাই তব ছলনা,
এ খেলায় নয়ন ঝরে বুকেতে শুধু পাই বেদনা।
চাহিনা আর খেলা করিতে প্রাণ ভরেছে মোর দুঃখেতে,
রেহাই দাও তুমি এবার রেখ না আর খেলায় ধরি।
থাকিতে চাই তোমার কাছে হেরিতে চাই সদা তোমায়,
রেখোনা দূরেতে মোরে করুণা কর প্রভু আমায়।
থাকিতে চাই অহর্নিশি তোমার চরণ তলে বসি,
ভরিতে চাই হৃদয় সুখে তোমার রূপ নয়নে হেরি॥

তিলং খাম্বাজ ১১৯

আজি বৃথায় ছিলাম আমি দাঁড়ায়ে দোরে,
আসিল না আজি সে এ পথ ধরে।
নিতি এই পথে যায় দুয়ারে মোর দাঁড়ায়
হেরি যে তাহারে আমি নয়ন ভরে
নাহি জানি কেন আজি এ পথে এলনা
মোর কথা বুঝি তার মনে পড়িল না
বারেক হেরিয়া তায় দিন সুখে কেটে যায়,
থাকি যে দাঁড়ায়ে তাই দেখার তরে॥

ইমন পূরবী ১২০

বেলা ফুরাল আঁধার এলো
এখন সব খেলা সারিয়া আপন ঘরে ফিরে চল।
কোন প্রভাতে বাহির হয়ে আশার ছলেতে ভুলি,
করিলে কত লীলা খেলা মাখিলে কত কাদা ধুলি।
এখন বেলার শেষে রয়েছ কি খেলার আশে,
সকল খেলার অবসানের গোধূলি ঐ নামিল।
গায়ের সব কাদা ধূলা ভাল করে মুছে ফেল,
শান্ত হও সুস্থির চিত্তে আপন ঘরে ফিরে চলো।
সেখানে শান্তি শয্যায় ঘুমাবে সুখ নিদ্রায়,
ভুলে যাবে চিরতরে খেলাধূলার কোলাহল॥

———

পুরিয়া কল্যাণ ১২১

ভুলের দেশে বাস করিব আর কত দিন ?
মায়ার কুহকে ধরা হেরিব রঙ্গিন।
বাসনারে সঙ্গি করি চলি বিষয় পথ ধরি,
লোভ মোহে চিত্ত কত করিব মলিন।
শুধু হাসি আর কাঁদি প্রাণে শান্তি নাই,
নিস্ফল চেষ্টায় দিন বৃথায় কাটাই।
কবে জ্ঞানোদয় হবে মায়া মোহ দূরে যাবে
নিত্য সত্য আনন্দের হব সম্মুখীন॥

———

পুরিয়া ধানেশ্রী ১২২

হৃদয়ে আঘাত কত দিতেছ মোরে,
বুঝিতে পারি না নাথ তোমার করুণা হাত,
বেদনা দিতেছে মোরে চেতনা জাগান তরে,
কল্পনারে লয়ে সাথী কতই করেছি খেলা.
বিফলে কাটিয়া গেছে জীবনের কত বেলা।
পাছে চির দিন তরে ভুলিয়া থাকি তোমারে,
তাই ডাকিতেছ ব্যথা দিয়ে বারে বারে ॥

———

ছায়ানট ১২৩

গাহিব সতত প্রভু তোমার মহিমা গীতি,
আসিবে প্রাণের মাঝে কি আনন্দ অনুভূতি।
চিন্ময় স্বরূপ তব আনন্দ ঘন অব্যয়,
আপন শক্তিতে কর সৃজন পালন লয়,
সকলের প্রাণ তুমি সকল জ্যোতির জ্যোতি।
এক অদ্বিতীয় বিভু কত নাম রূপ ধরি,
রাখিয়াছ এই বিশ্ব নিজ মহিমায় ভরি,
সবার বশী ঈশান সকলের অধিপতি।
যদি ও দোঁহার মাঝে স্বরূপে প্রভেদ নাই,
তথাপি তোমার পায় প্রণতি আমি জানাই,
তুমি যে আমার প্রভু আমার চরম গতি ॥

———

নট মল্লার ১২৪

হৃদয়ের সরসীতে কভু কি ফুটে উঠিবে ?
ভকতির শতদল প্রীতি রসে ঢল ঢল,
প্রেমের সুরভি তাতে সতত ভরিয়া রবে।
এমন সুদিন যদি মোর ভাগ্যে লেখা রয়
হৃদয়ের সরসীতে যদি প্রস্ফুটিত হয়।
ভকতির শতদল ভরা প্রেম পরিমল,
পুলকের ছন্দে মোর পরাণ নৃত্য করিবে।
ঘটিবে এ অঘটন জীবনে যার কৃপায়,
নিবেদিব সে কমল তাঁহার রক্তিম পায়।
মরম বীণার তারে তখন সুর ঝঙ্কারে,
তাঁহার মহিমা গীতি আনন্দে ধ্বনিত হবে॥

সুরট মল্লার ১২৫

এসেছি তোমার দ্বারে করুণাময় দেবতা !
জানাতে তোমারে মোর সকল অন্তর ব্যথা।
আমি নীচ দীনহীন আর্ত্ত সহায়হীন,
হৃদয়ে লুকায়ে কত দৈন্য আর দুর্ব্বলতা।
করুণা পাবার তরে ঘুরিয়াছি কত দ্বারে,
সকলে ফিরায়ে দেছে অবহেলা করি মোরে।
না দেখি অন্য উপায় এসেছি তোমার পায়,
জানি তুমি দীনবন্ধু অক্ষমের রক্ষয়িতা॥

নট কামোদ ১২৬

ফিরে এস বৃন্দাবনে পুনরায় শ্যামরায়
বাজায়ে বাঁশের বেণু চরাইতে সেথা ধেনু
রাজদণ্ড তব করে কিরূপেতে শোভা পায়।
মথুরায় সিংহাসনে কিরূপে শ্যাম বসিবে,
চোর হয়ে বিচারক কিরূপে তুমি সাজিবে।
ব্রজের রাখাল সনে খেলিয়াছ শুধু বনে,
রাজকার্য্যে শিক্ষালাভ করিলে কবে কোথায়।
রাখাল হয়েছে রাজা বলিয়া সবে হাসিবে,
লোক নিন্দা অপবাদ কতই সহিতে হবে।
ফিরে এস বৃন্দাবনে সেথায় রাখালগণে,
হৃদয়ের সিংহাসনে করিবে রাজা তোমায়॥

কামোদ নট ১২৭

তোমার বিশ্বে সকলি রয়েছে হারাবার শঙ্কা নাই ;
তোমার ভাণ্ডার সতত পূর্ণ অভাবের সেথা নাই যে ঠাঁই।
আমাদের এই ক্ষুদ্র ঘরেতে পারিনা কিছুই ধরিয়া রাখিতে
যাহা কিছু পাই তার মাঝে হায় কতই ত্বরা হারাই।
কত দিনে মোরা তোমার সহিত একেবারে মিশে যাব,
যাহা কিছু মোরা হারায়ে ফেলেছি আবার ফিরিয়া পাব।
তোমার মহান মিলন মন্দিরে থাকিব সুখেতে চিরদিন তরে,
হারাবার সেথা নাহি কোন ভয় পূর্ণ তার মাঝে রব সদাই॥

ইমন কল্যাণ ১২৮

মোর দেহ মন্দির মাঝে আসিয়া
কে রয়েছ হৃদি পদ্মাসনে বসিয়া।
কত সুখ দুঃখ সেথা আসে আর যায়,
তাদের পরশে প্রাণ কত দোলা খায়।
কিন্তু তুমি থাকি স্থির উদাসীন শান্ত ধীর,
পলখ বিহীন চোখে আছ চাহিয়া।
সুখ দুঃখ পরশ লাগে না তোমারে ;
তাদের ভিতরে থাকি রহ বাহিরে।
নিত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন গুণাতীত সনাতন,
অন্তর্য্যামী রূপে থাক বিশ্বব্যাপিয়া ॥

শ্যামকল্যাণ ১২৯

কি মহান শুভ লগনে
তোমায় আমায় হয়েছিল দেখা হৃদয়ের উপবনে।
তখন সেখানে আমি একমনে ব্যস্ত ছিলাম কুসুমচয়নে,
ভরিতে ছিলাম শ্রদ্ধার ডালি পূজার উপকরণে।
ছিল সে ডালিতে অনুরাগ পুষ্প প্রীতির সৌরভে ভরা
আর ছিল সেথা প্রেম শতদল মনপ্রাণ মুগ্ধ করা।
যতনে লইয়া সে কুসুম ডালি দিলাম তোমার রাঙ্গা পায়ে তুলি
হাসিয়া তুমি বসিলে আসি হৃদয়ের পদ্মাসনে ॥

কাফিসিন্ধু ১৩০

খুলিব কেমনে মোর হৃদয়ের দ্বার ?
কোন অনাদি কাল হতে বাঁধা মোহ শিকলেতে,
কেমনে ঘুচাই আমি সে বন্ধন তার।
যত দিন দ্বার মোর এ রূপেতে রুদ্ধ রবে,
শান্তির আলোক সেথা কোন মতে না পৌঁছিবে।
তাই করি অনুমান কি রূপে পাব সন্ধান,
বন্ধন ঘুচাতে পারে হেন সাধ্য কার।
এ বিশ্বের মোহপাশ সদা যার করুণায়,
আপনি খসিয়া পড়ে নিঃশেষে বিনা চেষ্টায়।
তাহার করুণা হলে এ বন্ধন যাবে খুলে,
একমাত্র তার কৃপা উপায় আমার॥

———

সিন্ধু কাফি ১৩১

ঘুম পাড়ায়ে রাখিবি আমায় মা কত দিন আর ?
শুধু হেরি দুঃখ স্বপন জাগিয়ে দেমা মোরে এবার !
এ ঘুমেতে সুখ নাই কত ব্যথা বেদনা পাই,
কত ভয় বিভীষিকা চারিদিকে ভীষণ আঁধার।
ভেঙ্গে দেমা এ মায়ার ঘুম জ্ঞানের চোখে চেয়ে দেখি,
শোক তাপ দুঃখ ভয় চিরতরে দূরে রাখি।
আর তোর কোলে বসি হেরিব আমি দিবানিশি,
তোর স্নেহভরা মুখ সুধাসিন্ধু অসীম অপার॥

———

মারু বেহাগ ১৩২

আমি জানিনা কেনরে ?
হৃদয় আমার গেছে সুখেতে ভরে।
কাহার বাঁশীর সুর প্রাণেতে বাজে মধুর,
কতই প্রেম সোহাগ ঝরে সে সুরে।
মনের অধরে তাই হাসি ফুটিল,
মরম বীণার তারে সুর জাগিল।
জানিনা পরশ কার আনে এ প্রীতি সম্ভার,
পাব কি তাহার দেখা বারেক তরে॥

গারা কানাড়া ১৩৩

সারাদিন ধরি আমি ঘুরি ফিরি বেড়াই কেবল সুখের আশায়,
যেথা সেথা যাই সুখ নাহি পাই ফিরে আসি ঘরে প্রাণের ব্যথায়,
বাহিরেতে গিয়া কোথা সুখ পাব যেটুকু পেয়েছি তাহাও হারাব,
তাই নিজ ঘরে বসিয়া থাকিব ঘুরিব না আর যথায় তথায়।
আপন অন্তরে খুঁজিয়া দেখিব যদি সেথা পাই সুখের দেখা,
বাসনা কামনা ধূলির মাঝারে হয়তো গোপনে রয়েছে ঢাকা।
অন্তরের মলা দূরে সরাইয়া যতন করিয়া দেখিব খুঁজিয়া,
যদি ভাগ্যে রয় পাইব নিশ্চয় তাহার সন্ধান হৃদয় গুহায়॥

সুঘরাই কানাড়া ১৩৪

(হরি) অনন্ত শয্যায় যবে করিবে শয়ন,
কোথায় রহিবে এই বিশ্ব তখন।
রবি শশী নিভে যাবে কোন আলো নাহি রবে,
দশদিক রবে ঘন আঁধারে মগন।
সারা বিশ্ব হয়ে যাবে তোমাতে বিলীন,
রহিবে একাকী তুমি সঙ্গীবিহীন।
সৃষ্টির সঙ্কল্প পুনঃ উদিত হবে যখন
রচিবে আবার বিশ্ব পূর্ব্বের মতন॥

কৌষিকী কানাড়া ১৩৫

বসিতে পার না মনসুখে মোর হৃদয়েতে সে যে কঠিন পাষাণ,
তাই কি জননী কল্যাণ দায়িনী আসিলে না কভু মোর সন্নিধান।
নাহি জানি কত দুরাদৃষ্ট বশে নানাবিধ দুঃখ মোর প্রাণে পশে,
হৃদয় আমার তাদের পরশে হয়েছে কঠিন বজ্রের সমান।
তুমি দুঃখ হরা করুণায় ভরা করিবেনা প্রাণে কৃপা বরিষণ ?
নীরস হৃদয় হইবে সরস ভক্তি শতদল ফুটিবে তখন।
ভক্তি শতদল বিকশিত হলে রহিবে দূরেতে আর কোন ছলে,
নিকটে আসিয়া কোলেতে লইয়া করাইবে তব স্নেহ সুধাপান॥

রাগেশ্বরী বাহার ১৩৬

ভাঙ্গিল যদি সুখের স্বপন দুঃখের জাগরণে আনি,
দেখি না ভাবি ভাল করে সুখ ছিল তায় কতখানি।
মিটে ছিল কি প্রাণের তৃষা পূরেছিল কি সকল আশা,
সুখে কি প্রাণ ভরেছিল না বাকি ছিল অনেকখানি।
সেথা কি ছিল কেবল সুখ পাইনি কোন প্রাণে ব্যথা,
মায়ামৃগের অন্বেষণে ঘুরি নাই কি যেথা সেথা।
সুখের স্বপন যদি ভাঙ্গিলে দুঃখ জাগরণে রেখে গেলে,
অতীত চিন্তা কেন গো আর মনের মাঝে আনিলে টানি।
এখন এই দুঃখের মাঝে খুঁজিয়া আমি দেখিতে চাই,
যদি আমি নিত্য সুখের কোন রূপেতে সন্ধান পাই।
যাহা সদানন্দময় যাহার নাই নাশক্ষয়,
এমন সুখ যদি গো পাই জীবন মোর সার্থক মানি॥

বসন্ত বাহার ১৩৭

ফাল্গুন এসেছে ফিরে আবার ধরায়,
পুলক হিল্লোলে বহে মলয় বায়।
কাননে ফুটিছে ফুল গুঞ্জরিছে অলিকুল,
তমাল শাখায় বসি পিক গান গায়।
শীতের শাসনে ধরা ছিল ম্রিয়মান,
কে দিল তাহারে আনি এ পুলক দান।
তাই প্রীত মনে ধরা কৃতজ্ঞতা প্রাণে ভরা,
কুসুম অঞ্জলি রাখে তার রাঙ্গা পায়॥

হিন্দোলবাহার ১৩৮

কে দিল আনন্দ দোলা প্রাণেতে ধরার ?
ফুটিল কাননে তাই কুসুম সম্ভার।
মৃত্বল মলয় বায় তরু লতারে নাচায়,
পুলকের শিহরণ প্রাণেতে সবার।
সুমধুর কণ্ঠে তাই পাখী করে গান,
তটিনী ছুটিয়া যায় তুলি কলতান।
যার শুভ আগমনে উল্লাস আসিল মনে,
পাব কি দেখিতে কভু মূরতি তাহার ?
জানিনা কিরূপ তার রূপ মনোহর,
কতই মাধুরী ভরা কতই সুন্দর।
এতই প্রীতির ধারা যাহার প্রাণেতে ভরা,
সে কি অমৃতের সিন্ধু আনন্দ অপার॥

জয়ন্ত মল্লার ১৩৯

অন্তর্য্যামী রূপে সদা রয়েছ অন্তরে,
কেন তবে খুঁজি বৃথা তোমারে বাহিরে।
হৃদয়ের মাঝে স্বামী রয়েছ দিবসযামী,
যাওনা ক্ষণেক তরে কভু তুমি দূরে।
অজ্ঞানের আবরণে আঁখি মোর ঢাকা,
তাই তোমার প্রভু নাহি পাই দেখা।
ঘুচায়ে অজ্ঞান ঠুলি জ্ঞান চক্ষু দাও খুলি,
হেরিব তোমারে সদা ছুটি আঁখি ভরে॥

মেঘমল্লার ১৪০

আজি এই বরষায় নিশীথ রাতে,
প্রাণ মোর ভরে ওঠে বিরহ ব্যথাতে।
বসি গৃহ বাতায়নে চাহিয়া পথের পানে
খুঁজিতেছি কারে যেন দূরে আঁধারেতে।
এস প্রিয়তম সাথী কেন রহিয়াছ দূরে,
এস এ আঁধার পথ রূপে আলো করে।
কতই রজনী হায় কেটে গেল প্রতীক্ষায়,
মিলিবে কখন আসি তুমি মোর সাথে ?
রাখিয়াছি তব তরে আসন পাতিয়া,
রাখিয়াছি ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়া।
তোমার পূজার তরে রেখেছি ডালাটি ভরে,
কুসুম মালিকা কত গাঁথি নিজ হাতে॥

বেহাগ খাম্বাজ ১৪১

হেরিব কেমনে তোমারে ?
তুমি যে মহামায়াবী থাক দৃষ্টির পরপারে।
এই যে বিরাট বিশ্ব লয়ে নানাবিধ দৃশ্য,
এ সকলি রহিয়াছে তোমার চরণাধারে।
অসীম তব মহিমা তাহার মাঝারে থাকি,
রেখেছ স্বরূপতব মায়া আবরণে ঢাকি।
ঐকান্তিকী ভক্তি ভরে যে জন ডাকে তোমারে
সেই ভক্তে কৃপা কর দেখা দাও শুধু তারে॥

খাম্বাজ বেহাগ ১৪২

এস হৃদে মোর হে প্রিয় সুন্দর !
নয়ন ভরি হেরি রূপ মনোহর।
কত যুগ ধরে খুঁজেছি তোমারে
কতই কাটিল মোর জন্ম-জন্মান্তর
যদি আসিয়াছ আমার দুয়ারে,
কেন রহিয়াছ দাঁড়ায়ে বাহিরে।
হৃদি পদ্মাসনে বস প্রীতি মনে,
হেরি মূরতি তব প্রীতি সুধাকর॥

———

নট বেহাগ ১৪৩

কতদিন পরে তুমি আমার কুটীরে এলে ?
কতই দিবস যামী তোমারে ডেকেছি স্বামী,
কাতর হৃদয়ে নাথ এস মোর কাছে বলে।
বরষ কতই হায় এরূপে কাটিয়া গেছে,
নয়নের বারি কত নয়নে শুখায়েছে।
এখন উদাস মনে বসে আছি গৃহকোণে,
সহসা আসিয়া তুমি নাম ধরি ডাকিলে।
বুঝিতে পারি না আমি কিরূপ তোমার রীতি,
কখন সদয় কভু বিরূপ আমার প্রতি।
কাতরে ডাকিলে পরে যাও তুমি দূরে সরে
আবার নিকটে আস আমি ডাকা ছেড়ে দিলে॥

———

গজল ১৪৪

প্রাণের বন্ধু থেকো নিকটে যেওনা যেন দূরেতে সরি,
একেলা শেষ যাত্রার পথে চলিব আমি কেমন করি ?
চলিতে যবে পথ হারাবো তোমার পানে ফিরে তাকাব,
যে পথ তুমি দিবে দেখায়ে চলিব আমি সেপথ ধরি।
পথের শ্রমে ক্লান্তি আসিলে পরশ দিও আমার প্রাণে,
সকল ক্লান্তি দূরেতে যাবে তোমার সেই পরশ দানে।
নবীন বলে হইয়া বলি যাবো শেষ পথটুকু চলি,
পৌঁছাব যবে তোমার দ্বারে পুলকে প্রাণ উঠিবে ভরি ॥

ভজন ১৪৫

নমামি শশাঙ্কশেখর !
ভূতনাথ ভবানীপতি দেবাদি দেব মহেশ্বর।
পিণাকপাণি ত্রিশূলধারী ঈশান ভৈরব ত্রিপুরারী,
শিরে জটাভার গলে ফণিহার পরিধানে বাঘাম্বর।
ভস্ম আচ্ছাদন তব আভরণ শ্মশানে কর বিচরণ,
বৈরাগ্য মূরতি তুমি পশুপতি যোগিরাজ বিশ্বেশ্বর ॥

কীর্ত্তন ১৪৬

যখন যাব তোমার কাছে সঙ্কল্প করি মনেতে,
ভাবিতেছিলাম বসি যাব চলি কোন পথেতে (বঁধু)
সহসা আলোকে ভরে গেল আমার পূজার ঘরে,
দেখিনু রয়েছ বসি আমার পূজার বেদিতে (বঁধু)
হাসিয়া বলিলে মোরে কেন যাবে তুমি দূরে,
আমি যে আছি অন্তরে সতত তব ঘরেতে।
যতই দূরে ভাবিবে ততই দূরে রাখিবে
ভাবিলে নিকটে মোরে পাবে মোরে নিকটেতে (তুমি)
গোবিন্দ ভাবিছে তাই কেন মিছে খুঁজে বেড়াই,
হেরিব তোমারে সদাই আমার হৃদি পদ্মেতে (বঁধু)

ভৈরব মিশ্র ১৪৭

বুঝিতে পারি না প্রভু তব ব্যবহার,
সদাই দূরেতে থাক দেখা দাওনা একটি বার।
কতই আমি তোমারে ডাকিতেছি বারে বারে,
পশে না সে ডাক বুঝি কানেতে প্রভু তোমার।
ভক্তিশ্রদ্ধা নাই প্রাণে তাই বুঝি মোর ডাকে
টলেনা আসন তব টানে না প্রভু তোমাকে।
যে ডাকেতে সাড়া দাও সে ডাক মোরে শিখাও,
সে ডাকে আসিবে কাছে রবে না দূরেতে আর ॥

ভৈরবী মিশ্র ১৪৮

প্রেমের পাথার তুমি নটবর গিরিধারী ?
বহালে প্রীতির বন্যা বৃন্দাবনে বংশীধারী ।
কি স্নেহ বাঁধন দিয়া রাখিয়াছিলে বাঁধিয়া,
নন্দ যশোদায় বালগোপাল রূপে মুরারি
রাখাল বালক সাথে গোঠে গোঠে করি খেলা,
বসালে তাদের প্রাণে প্রীতির উৎসব মেলা ।
সাথে লয়ে ব্রজবালা মধুবনে রাসলীলা,
প্রেমের তুফান দিলে হৃদয়ে আনি সবারি ॥

আশোয়ারী মিশ্র ১৪৯

প্রণয়ের সূত্রে গাঁথা ভকতির মাল্যগুলি
চরণার বিন্দে তব কবে দিব যত্নে তুলি ।
হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া সযতনে,
মানসের নেত্র ভরি হেরিব রূপ কেবলি ।
সংসারের মিথ্যা ছায়া একেবারে মুছে যাবে,
বাসনার অগ্নিজ্বালা চিরতরে শান্তি পাবে ।
শুধু এক সুখস্মৃতি আনন্দের অনুভূতি,
অন্তরে জাগিবে সদা নিজসত্ত্বা যাব ভুলি ॥

গান্ধারী মিশ্র ১৫০

তোমার নিকট আমি কিসে যেতে পারি ?
কেন রাখিয়াছ মোরে দূরে পরিহরি।
যদিও অশেষ দোষে তুষ্ট আমি ভাগ্য বশে
যদিও অন্তর মোর আছে পাপে ভরি।
জানি তুমি দয়াময় দীনের বান্ধব,
বিশ্বের অনন্ত পাপ করিছ লাঘব।
মোর ক্ষুদ্র পাপ ভার তুচ্ছ যে কাছে তোমার
দাও মোরে পদে স্থান প্রভু কৃপা করি॥

বিভাস মিশ্র ১৫১

কবে আসিবে প্রিয়তম ফিরে আমার ঘরে ?
বসাব তোমারে মোর হৃদয় মন্দিরে।
পূজিব তোমায় সেথা নিতি নিতি গাহিব তোমার মহিমার গীতি,
পাব প্রাণে কি আনন্দপ্রীতি তোমার রূপ নয়নেতে হেরে।
কত মোর মনের কথা আছে বলিব তাহা প্রিয় তোমার কাছে,
পুনরায় আমি জিজ্ঞাসিব মোর কথা কি ক্ষণেক তরে ভাব,
নাহি জানি কিরূপ হিয়া তব কাঁদে না হায় কেন আমার তরে॥

ভীম পলশ্রী মিশ্র ১৫২

যতই কেন খোঁজনা তারে পাবে না কভু তার সন্ধান ?
অণু হতে অণু যে তিনি মহৎ হতে আরও মহান।
ইন্দ্রিয়গণ কভু কি তারে আয়ত্ত মাঝে আনিতে পারে,
মন বুদ্ধির অগোচর অথচ সর্ব্বত্র বিদ্যমান।
জগতে যাহা দেখিতে পাও জানিও সব মায়া তাহার,
মায়ার মধ্যে তাহাকে ধরা এমন শক্তি আছে কাহার।
তবুও যদি চাহ দেখিতে হৃদয় ভরো প্রেম ভক্তিতে,
তিনি বড় করুণাময় ভক্তকে নিজ রূপ দেখান॥

পিলু মিশ্র ১৫৩

এ জীবন স্বপনে ভরা,
কখনও সুখেতে কখনও দুঃখেতে হাসা ও রোদন করা।
বুঝিতে পারিনা পরাণ কি চায় ভ্রমিতেছি শুধু মিথ্যা দুরাশায়
কোথায় লুকাল সোনার হরিণী গেলনা তাহারে ধরা।
ফুটেছিল মনে নানা জাতি ফুল রূপে রসে গন্ধে ছিল যে অতুল,
কেবল তুলিতে হয়ে গেল ভুল শুকাইয়া গেল তারা।
এসেছিল প্রাণে কত সুখ দিন গেয়েছিল পাখী বেজেছিল বীণ,
সকলই কিন্তু কালেতে বিলীন হৃদয়েতে ব্যথাভরা।
কত দিনে মোর এ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে মিথ্যা মরীচিকা দূরে সরে যাবে
নিত্য সত্য জ্ঞান হৃদয়ে আসিবে হইব না আত্মহারা॥

গারামিশ্র ১৫৪

ব্যথার সুরে করুণ তানে কে যেন গায় আঁধার রাতে,
কাঁদিছে কি ধরার প্রাণ আকুল করা সুর মায়াতে।
পারে না সে বহিতে আর মানব জাতির পাপের ভার,
উঠিছে ভরি হৃদয় তাদের আত্মঘাতী দ্বেষ হিংসাতে।
সবাই এক মায়ের ছেলে সে কথা সদা ভুলে রয়েছে,
নিজের স্বার্থ অন্বেষণে পরস্পর বাদ সাধিছে।
তাই কাঁদিছে ধরার প্রাণ কোথায় আছ শ্রীভগবান,
অবতীর্ণ হওগো আসি ত্বরায় এই ভার ঘুচাতে।

ঝিঁঝিঁট মিশ্র ১৫৫

জীবন বৃথায় বুঝি কেটে যায় মিলিল না দেখা তার,
তবুও আশায় হৃদয় দোলায় তাই ডাকি বার বার।
নাহি জানি কোন দৈব বিপাকে দৃষ্টির আড়াল পথে সদা থাকে,
যতই আমি খুঁজিতেছি তাকে পাইনা সাড়া তাহার।
অন্তর্য্যামী রূপে রয়েছে অন্তরে তবুও তারে না পাই,
সারা বিশ্ব জুড়ি রয়েছে বাহিরে তবুও তারে হারাই।
যখন তাহার করুণা হইবে নিজ হতে আসি মোরে দেখা দিবে,
খুঁজিতে হবে না ডাকিতে হবে না সে যে গো কৃপা পাথার॥

সিন্ধু মিশ্র ১৫৬

ফুরায়ে আসিল জীবনের বেলা খেলাধূলা সাঙ্গ করি,
তোমার নিকটে থাকিব সতত চরণ দুখানি ধরি।
ভাল মন্দ কিছু চিন্তা না করিয়া   চলিয়াছি শুধু পথ ধরিয়া,
পথ চলি বড় শ্রান্ত হইয়া আবার এসেছি ফিরি।
আশার কুহকে কতই ভুলিয়া ভ্রমিয়াছি হেথা সেথা,
যেখানে গিয়াছি ব্যথাই পেয়েছি পরিশ্রম হল বৃথা।
এবার আমি বুঝিয়াছি সার   তোমারে ছাড়িয়া গতি নাহি আর
থাকিব সতত নিকটে তোমার যাবনা দূরেতে সরি॥

কাফি মিশ্র ১৫৭

যদি চাও গাহিতে গান গাও বিভুর মহিমা গাথা,
তিনি যে বিশ্বের পতি মঙ্গলময় দেবতা।
জপ সদা তাঁহার নাম   মনের মাঝে অবিরাম,
পাপ তাপ দূরে রহিবে ঘুচিবে অন্তর ব্যথা।
করিলে তাঁহার ধ্যান হৃদয় সরস হবে,
শুদ্ধা ভক্তি শতদল সেখানে ফুটে উঠিবে।
চিত্ত নিরমল হবে   পুলকে প্রাণ ভরিবে,
করুণার পাথার তিনি সুখ শান্তি মুক্তিদাতা॥

সুরট মিশ্র ১৫৮

কে শিখালে তোমায় বাজাতে বাঁশরী ?
কোন প্রেমিকার হৃদয়ের মাঝে লুকাইয়াছিল এ সুর লহরী।
জানিনা তোমারে কি চোখে দেখিয়া হৃদয় সম্ভার উজাড় করিয়া,
দিয়াছে তোমার পরাণ ভরিয়া সঞ্চিত যত প্রেম মাধুরী ॥
সে প্রেম সুধায় রেখেছ ভরিয়া তোমার মোহন বাঁশরী,
যখন বাজাও কি মায়া ছড়াও জগতের প্রাণ হরণ করি।
যত শুনিতেছি তোমার বাঁশরী, পুলকেতে প্রাণ উঠিতেছে ভরি,
শুধু মনে হয় কেমনে তোমায় নয়ন ভরিয়া বারেক হেরি ॥

কেদারা মিশ্র ১৫৯

তোমারে ভুলিয়া সখা সংসারেতে মন রাখি,
মোহ নিদ্রায় হয়ে মগন দুঃখের স্বপন দেখি ॥
কতই জনম হায়, এইরূপে কেটে যায়,
শোক তাপ দুঃখ দৈন্য রহিল না কিছু বাকি।
এখন কাতর অতি সহিতে পারি না আর,
ঘুচাইয়া দাও সখা এ মোহ নিদ্রা আমার।
জ্ঞান জাগরণ এলে এ স্বপন যাবে চলে,
প্রীতির নয়ন মেলি তোমারে সদা নিরখি ॥

হাম্বির মিশ্র ১৬০

থাকিবে কি মোরে ভুলে জগতজননী তারা ?
বুঝিতে পারি না তোমার কিরূপ স্নেহের ধারা।
পাঠায়ে সংসারে মোরে, রেখেছ দুঃখের ঘরে,
প্রাণে শুধু হাহাকার নয়ন জলেতে ভরা।
মা মা বলে কত ডাকি শুনিতে কি নাহি পাও,
বারেক করুণা চোখে ফিরে কেন না তাকাও,
কাঁদায়ে সদা সন্তানে, সুখ কি মা পাও প্রাণে,
তবে কেন নাম ধর ক্ষেমঙ্করী দুঃখহরা॥

———

সাহানা মিশ্র ১৬১

আসিতে তোমার কাছে কত সাধ হয় মনে,
পারিনা আসিতে কিন্তু আমি নানা কারণে।
বৃথা কাজে ব্যস্ত থাকি, নিজেকে দূরেতে রাখি,
অথবা বেড়াই ঘুরে মায়ামৃগ অন্বেষণে।
একটু খানি সময় পেয়ে আসিয়াছি ছুটে হেথা,
বারেক হেরিব তোমায় শুনিব তোমার দুটি কথা,
কতই ভাবি মনের মাঝে আসিব কাছে সকাল সাঁঝে,
কিন্তু থাকি সবই ভুলে আমি নানা প্রলোভনে॥

———

ছায়ানট মিশ্র ১৬২

যতই তোমার প্রভু গাহি মহিমার গান,
পুলকে ততই মোর উথলিয়া উঠে প্রাণ।
অনাদি অনন্ত তুমি চির বিদ্যমান,
দেশাতীত কালাতীত পুরুষ প্রধান।
অণুহতে অণু হও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নও,
তবু রাখিয়াছ ধরি এ বিশ্ব মহান।
গুণাতীত ভাবাতীত চিন্ময় অব্যয়,
তব সঙ্কল্পেতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
পরম মঙ্গলময়, সাধুজন আশ্রয়,
দুষ্কৃত দমন আর ভক্তে কর ত্রাণ॥

তিলং মিশ্র ১৬৩

দাঁড়ায়ে রয়েছি প্রভু তোমার দ্বারে,
কৃপা করে দেখা দাও বারেক মোরে।
এখন কেন তোমার, রুদ্ধ রহিয়াছে দ্বার,
আসেনি কি কোন ভক্ত পূজার তরে।
ভক্তি শ্রদ্ধা নাহি প্রাণে আমি হীন মতি,
কেমনে জাগাব তব প্রীতি মোর প্রতি,
তবুও সাহস হয়, তুমি যে করুণাময়,
তোমারি করুণা তোমায় দেখাবে মোরে॥

মল্লার মিশ্র ১৬৪

কেন এ জীবন নিদ্রা সংসার স্বপন ?
কেন সুখ দুঃখ বৃথা হাসি ও রোদন।
একমাত্র সার সত্য ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নিত্য,
এই যে নানাত্ব তাহা মায়া সংঘটন।
মায়ার অদ্ভুত শক্তি আর বিচিত্র লীলা,
ব্রহ্মার্ণবে সাজাইছে কত বিশ্ব উর্ম্মিমালা,
সৃষ্টিকালে দেখা যায়, প্রলয় কোথায় লুকায়,
একমাত্র ব্রহ্ম রয় শুদ্ধ বোধ লক্ষণ॥

———

বেহাগ মিশ্র ১৬৫

জানিনা কখন তুমি আমার ঘরে এসেছিলে ?
ঘুমায়ে ছিলাম আমি তাই বুঝি ফিরে গেলে।
কেন না কৃপা করে, ডাকিলে প্রভু মোরে,
কেন না ঘুম ভাঙ্গাতে আমারে আঘাত দিলে।
ভাবিতেছিলাম আমি তোমার কথা মনে মনে.
সহসা ঘুমাইনু জানিনা কি কারণে,
জাগিনু আমি যবে, তব অঙ্গ সৌরভে,
ছিল মোর ঘর ভরা তুমি কিন্তু গেছ চলে॥

———

তিলক কামোদ ঠুংরী ১৬৬

কেমনে তাহারে সখি ভুলে থাকা যায় ?
আমি যে সঁপেছি প্রাণ তার রাঙ্গা পায়।
জানিনা কি মধু আছে, তাহার বাঁশরী মাঝে,
গৃহ কাজ করা মোর হল বুঝি দায়।
যখন বাজায় বাঁশী শুনি এক মনে,
কতই সময় কাটে বুঝিব কেমনে ?
যবে থেমে যায় বাঁশী, আপনাতে ফিরে আসি,
স্বরগ হইতে যেন পড়ি গো ধরায় ॥

ভজন ১৬৭

তুমি ছাড়া নারায়ণ কেবা আছে আর ?
নিখিল বিরাট বিশ্ব মহিমা তোমার।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি ভগ্নি তুমি ভ্রাতা,
আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রিয় সবাকার।
তুমি দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় নিচয়,
পঞ্চভূত রবি শশী তারা সমুদয়,
তুমি পুরুষ ও প্রধান, পুরুষোত্তম ভগবান,
সকলের আদি বীজ সর্ব্বমূলাধার ॥

দেব গান্ধার ১৬৮

তোমার চরণে প্রভু দিতে চাই উপহার
মর্ম্মগাথা নাম দেওয়া আমার গানের হার।
যদিও তোমার পায় দিবার সে যোগ্য নয়,
তুমি যে করুণাময় তাই এ সাহস হয়।
ভক্তি করি দিলে পরে, লহ তুমি কৃপা করে,
ভাল মন্দ কিছু তার না কর প্রভু বিচার।
যে সকল ভাবধারা দিয়াছ প্রভু প্রাণেতে,
তাহার স্ফুরণ আছে এ সব গানেতে.
নানা সুরে গাঁথি তায় নিবেদিনু তব পায়,
নিজস্ব কিছুই নাই সকলি দান তোমার॥